ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-328 ■ 28 August, 2026 ■ আগরতলা ২৮ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ১০ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনুমান নয়, প্রমাণের ভিত্তিতেই হবে ডিজিপির মৃত্যুর সত্য উদঘাটন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। ডিজিপি (পুলিশ মহানির্দেশক) অনুরাগ ধ্যানকারের মৃত্যুর প্রতিটি দিক নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হবে এবং সত্য উদঘাটনের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের প্রয়াত পুলিশ মহানির্দেশকের দুঃখজনক প্রয়াণ সম্পর্কে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা একথা বলেন।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০ জুলাই আমরা ডিজিপির দপ্তর থেকে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পাই। সেদিন সকাল ১১:৩০ মিনিটে তাঁর দপ্তরের চেম্বার সংলগ্ন ওয়াশরুমের ভেতর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। ২০ জুলাই ১০:১২ ঘটিকায় তিনি দপ্তরে পৌঁছান এবং গার্ড অফ অনার নেওয়ার পর তাঁর আর্ডালিকে নির্দেশ দেন সকাল ১১টা পর্যন্ত যেন তাঁকে বিরক্ত না করা হয়। আর্ডালিকে কিছু না জানিয়েই তিনি ওয়াশরুমের পাশের চেঞ্জিং রুমটি ভেতর থেকে বন্ধ করে নেন। সকাল ১১টা পর্যন্ত কিছু আধিকারিক তাঁর দপ্তরের চেম্বারের সামনে এসে ফিরে যান।

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে বেলা ১১টার পর ডিআইজিপি (সদর দপ্তর) প্রণব মজুমদার ডিজিপির চেম্বারে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁকে চেয়ারে দেখতে পাননি। কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি ডিজিপির আর্ডালিকে এবং ব্যক্তিগত বিভাগকে বিষয়টি জানান। চেঞ্জিং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেপালে আকস্মিক বন্যা

এখনও যোগাযোগহীন ২৮৮ ভারতীয় উদ্ধার ২১ জন

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (আইএএনএস)।। নেপালে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার পর এখনও ২৮৮ জন ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ)। নিখোঁজ ভারতীয়দের সন্ধানে নেপাল সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

নয়াদিল্লিতে নেপালের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ সাংবাদিক বৈঠকে জয়সওয়াল জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে কথা বলেছেন। এই কঠিন সময়ে হিমালয়-রাষ্ট্রটির পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

যোগাযোগহীন ভারতীয়দের বিষয়ে জয়সওয়াল জানান, তাঁদের মধ্যে ৭৩ জন ত্রিশুলি-১ বিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত। ওই এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়ায় তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাস প্রকল্পের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতির খোঁজ নিচ্ছে।

এছাড়াও তামিলনাড়ুর ৩৭ ও ৪৯ জনের দুটি পৃথক দল কৈলাস মানসসরোবর যাত্রায় গিয়েছিল। তারা যথাক্রমে সম্রাট এবং ফ্লাই এভারেস্ট ট্রাভেলসের মাধ্যমে যাত্রা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রাহকের কাঁধে অতিরিক্ত বোঝা কেন বিদ্যুতের ফিক্সড চার্জ নিয়ে প্রশ্ন সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের ভুল

চার্জ ও অসঙ্গতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর বক্তব্য, বিদ্যুৎ একটি জরুরি পরিষেবা হওয়ায় সাধারণ মানুষের উপর যাতে অযথা অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপানো না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

বিধানসভায় জনস্বার্থে স্বল্পকালীন আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ বিল নিয়ে অভিযোগ উঠলেই সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিলের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে রেগুলেটরি কমিশন এবং স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন। রাজ্য সরকারের সরাসরি কোনও ভূমিকা নেই। এখানেই তাঁর প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকারের কি কোনও দায়িত্ব নেই?

তিনি বিশেষভাবে বিদ্যুৎ বিলের 'ফিক্সড চার্জ' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, আগে যেখানে প্রতি কিলোওয়াট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকার ভর্তুকি দেবে আশ্বাস বিদ্যুৎমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখতে রাজ্য সরকার ও বিদ্যুৎ দফতর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে বিদ্যুৎ দফতরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী জানান, রাজ্যে ১৩২ কেভি সাবস্টেশনের সংখ্যা ১২টি থেকে বেড়ে ২১টি হয়েছে। আরও দুটি সাবস্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। একইভাবে ৩৩ কেভি সাবস্টেশনের সংখ্যা ৪৪ থেকে বেড়ে ৭৫টি হয়েছে এবং আরও ১৮টি সাবস্টেশনের কাজ বর্তমানে চলছে।

রেলপথ-সংক্রান্ত বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় ২৭২ কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি, বৃষ্টি ও ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য ৪০৮ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ কেবল স্থাপন করা হয়েছে। রতন লাল নাথ বলেন, ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমাতে ১,৪৬৪ সার্কিট কিলোমিটার কভার্ড কন্ডাক্টর স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৩৬০ কিলোমিটার কভার্ড কন্ডাক্টর স্থাপনের কাজ চলছে। লাইভ-লাইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে ট্রেজারি বেঞ্চ ও সিপিএম বিধায়কদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছে।

শিক্ষক সংকটে শিক্ষা ব্যবস্থা, বিধানসভায় সরব বিরোধীরা

রাজ্য সরকার আট বছরে ৪,৮৭৯ জন স্নাতক ও অস্নাতক শিক্ষক নিয়োগ করেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিধানসভায় সরব হলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। শিক্ষক সংকট থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শৌচালয়, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট পরিষেবা, একাধিক বিষয় নিয়ে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, আট বছরে ৪,৮৭৯ জন স্নাতক ও অস্নাতক শিক্ষক নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার।

বিধানসভায় জনস্বার্থে স্বল্পকালীন আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তার মূল লক্ষ্য ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সময়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এগিয়ে গেলেও রাজ্যের তরুণ প্রজন্ম শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার কারণে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এদিন তিনি রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যার বিষয়ও তুলে ধরেন। কোন কোন স্কুলে পর্যাপ্ত শৌচালয় নেই, কোথায় কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ নেই, আবার কোথায় ইন্টারনেট পরিষেবা অনুপস্থিতবিধানসভায় সেই সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিরোধী দলনেতা।

অন্যদিকে, বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর অভিযোগ, বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে অর্থ নেওয়া হলেও সেই অনুপাতে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা হচ্ছে না। রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে একাধিক দপ্তরের দায়িত্ব থাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওভারহেড ট্যাংক থেকে মরণঝাঁপ যুবতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। এজি অফিস সংলগ্ন ডিডব্লিউএস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ওভারহেড ট্যাংক থেকে পড়ে এক যুবতীর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্ল্যান্টের ম্যানেজারের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি জলের গুণমান পরীক্ষা করতে গিয়ে নিচে নামার পর উপরের দিকে তাকালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে উত্তপ্ত বিধানসভা অধিবেশন মজা নিলেন তিপরা মথা ও কংগ্রেসের বিধায়কগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। ত্রিপুরা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই জাতীয়তাবাদ ও কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথের মন্তব্যের পর শাসক ও বিরোধী দল সিপিএম বিধায়কদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। উত্তেজনার পারদ এতটাই চড়েছিল, সময়ের আগেই প্রথমার্ধের অধিবেশন মুলতবি করে দেন অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া। এদিকে, ট্রেজারী বেঞ্চ ও সিপিএমের বিধায়কদের বাদানুবাদে পরিস্থিতির মজা নিয়েছেন তিপরা মথা ও কংগ্রেসের বিধায়কগণ।

এদিন শূন্যকালে বিষয়টি উত্থাপন করেন পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি সিপিআইএম আয়োজিত ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে জিতেন্দ্র চৌধুরীর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠানে ভারতীয় জাতীয় পতাকার সঙ্গে কিউবার পতাকা প্রদর্শনের বিষয়েও আপত্তি জানান তিনি।

মন্ত্রী অভিযোগ করেন, অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। এরপর বিজেপি বিধায়করা জিতেন্দ্র চৌধুরীর প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলেন।

রতন নাথের কথায়, দেশের খেয়ে বিদেশের গুন গাইছে সিপিএম। তাঁরা দেশবিরোধী শক্তির মদত দিচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম পাকিস্তান ও চিনের দালাল হিসেবে কাজ করছে। তাই, বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, পবিত্র বিধানসভায় রাষ্ট্রবাদী নয় রাষ্ট্রবিরোধীরা থাকবেন। বিষয়টি নিয়ে শাসক ও বিরোধী সিপিএম বিধায়কদের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অধ্যক্ষকে বিধানসভার অধিবেশন মুলতবি করতে হয়।

পরে বিধানসভার বাইরে অভিযোগ খারিজ করে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে। তিনি জানান, অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল ভারতের ঐতিহ্যবাহী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেইসব ব্যক্তিত্ব ও জনগোষ্ঠীকে সম্মান জানানোর কথা তিনি তুলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় জাতীয় পতাকা অবমাননা, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। ত্রিপুরা বিধানসভায় অধিবেশন চলাকালীন জাতীয় পতাকা হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকে জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং বিজেপি বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের হাতে জাতীয় পতাকার অবস্থান নিয়ে বিরোধীদের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে জাতীয় পতাকা বিক্ষোভ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্যটক আগমনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি বিধানসভায় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। ত্রিপুরায় গত তিনটি অর্থ বছরে পর্যটক আগমনের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিধানসভায় বিধায়ক অন্তরা সরকার দেবের উত্থাপিত প্রশ্নের লিখিত উত্তরে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগণনার তথ্য সংগ্রহে হস্তক্ষেপের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। চলমান জনগণনা প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ নিয়ে ওঠা অভিযোগের দ্রুত তদন্ত এবং সঠিক তথ্য নথিভুক্ত করার দাবি জানালেন ত্রিপুরার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক

সাহার হস্তক্ষেপ দাবি করেন। তাঁর আবেদন, মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার সময় বাড়ি ও পরিবারের যে বাস্তব পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, জনগণনার নথিতে যেন ঠিক সেই তথ্যই লিপিবদ্ধ করা হয়।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, করোনা মহামারির কারণে আগের জনগণনা প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার পর প্রায় ১৬ বছর বাদে দেশে পূর্ণাঙ্গ জনগণনা হচ্ছে। এই জনগণনা থেকে সংগৃহীত তথ্য আগামী দিনে সরকারের নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রাধিকার ঠিক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন ব্লক ও জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু আধিকারিকের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এসেছে। কোথাও কোথাও গণনাকারীদের বাড়ির বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী তথ্য নথিভুক্ত না করার জন্য বলা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কিছু এলাকায় কাঁচা শৌচালয় রয়েছে কি না, পরিবারগুলি লণ্ঠন ব্যবহার করে কি না অথবা বিদ্যুৎ সংযোগ নেই কি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেতুর দাবিতে জাতীয় পতাকা হাতে সড়ক অবরোধ, ছামনুতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। দীর্ঘদিনের সেতুর দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ছামনু ব্লকের ডেমছড়া ভিলেজের দেবেন্দ্র কারবারী পাড়া এলাকার বাসিন্দারা। আজ ভোরে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সেতু নির্মাণের দাবিতে ছামনু-ছৈলেংটা রোড এবং ছামনু-মানিকপুর রোড অবরোধ করেন স্থানীয়রা। অবরোধের জেরে এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দেবেন্দ্র কারবারী পাড়া এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছামনু নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের। এই সেতু নির্মাণের জন্য ওয়ার্ক অর্ডারও বের হয়েছিল বলে দাবি তাঁদের। কিন্তু পরবর্তীতে নির্ধারিত স্থানে সেতু নির্মাণ না করে সেটি মকরছড়া ভিলেজের অর্জুন মনি কারবারী পাড়া থেকে গেতুয়া কারবারী পাড়া যাওয়ার পথে মনু নদীর উপর স্থানান্তর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দেবেন্দ্র কারবারী পাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে পড়েন। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে সেতু নির্মাণের দাবিতে শুরু হয় সড়ক অবরোধ।

অবরোধকারীদের আরও দাবি, সেতু নির্মাণের পাশাপাশি এলাকায় পানীয় জলেরও সুব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুলপড়ুয়া ও অসুস্থ রোগীদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। স্থানীয়দের স্পষ্ট বক্তব্য, জেলা শাসক ঘটনাস্থলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন বছরে রাজ্যে ১০০৮ হেক্টরের বেশি বনভূমি অবৈধ দখলে, বিধানসভায় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। গত তিন বছরে রাজ্যের বিভিন্ন বন জেলায় মোট ১০০৮.২৮২ হেক্টর বনভূমি অবৈধভাবে দখল হয়েছে। বিধানসভায় পর্যটন ও বন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে অবৈধ দখলমুক্ত বনভূমি পুনরুদ্ধারেও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বনদপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ধলাই বন জেলায় ৫৫৪ হেক্টর, উত্তর বন জেলায় ৯২.৬ হেক্টর, সিপাহীজলা বন জেলায় ১৩৮.৬৬২ হেক্টর, পশ্চিম বন জেলায় ৩৬২.৭১২ হেক্টর, খোয়াই বন জেলায় ৪০১.৭২ হেক্টর এবং দক্ষিণ বন জেলায় ১০০৮.২৮২ হেক্টর বনভূমি অবৈধ দখলের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রদত্ত পরিসংখ্যানে জেলাভিত্তিক মোট হিসাবের সঙ্গে অসঙ্গতি থাকায় সরকারি নথির মূল টেবিল অনুযায়ী সংখ্যাগুলি যাচাই করা প্রয়োজন।

বনভূমি পুনরুদ্ধারের বিষয়ে দপ্তর জানিয়েছে, অবৈধ দখলের খবর পাওয়া মাত্র বন আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী দখলদারদের শোকজ নোটিশ ও উচ্ছেদ আদেশ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দখলদারদের সঙ্গে আলোচনা করে স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সিপাহীজলা বন জেলার আওতাধীন এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-গুয়াহাটি বন্দে ভারত চেয়ে রেলমন্ত্রককে প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।।ত্রিপুরা ও আসামের মধ্যে দ্রুত ও উন্নত রেল যোগাযোগ গড়ে তুলতে আগরতলা-গুয়াহাটির মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালুর জন্য রাজ্য সরকার রেল মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

তবে দক্ষিণ ত্রিপুরার যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে হামসফর, ত্রিপুরাসুন্দরী ও গরীব রথ এক্সপ্রেসকে সাব্রুম থেকে চালানো, আগরতলা-উদয়পুর-বিলোনিয়া এবং আগরতলা-কৈলাশহর রুটে মেট্রো পরিষেবা চালু কিংবা সাধারণ মানুষ ও রোগীদের উন্নত চিকিৎসার সুবিধার্থে সাব্রুম থেকে শিলচর পর্যন্ত ট্রেন চালুর বিষয়ে এখনও কোনো প্রস্তাব বা সুপারিশ পাঠানো হয়নি। আজ বিধানসভায় বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, দীপঙ্কর সেন ও মাইলাফ্রু মগের প্রশ্নের উত্তরে পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়।

জানানো হয়েছে, আগরতলা ও গুয়াহাটির মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালুর বিষয়ে পরিবহন দপ্তরের পরিবহন সচিব গত ২৩ জুলাই ২০২৬ মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারের (ওপেন লাইন) কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

পাশাপাশি, পরিবহনমন্ত্রী গত ৩ আগস্ট ২০২৬ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছেও একই বিষয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

উত্তরে আরও বলা হয়েছে, সাব্রুম থেকে হামসফর, ত্রিপুরাসুন্দরী ও গরীব রথ এক্সপ্রেস চালানো, আগরতলা-উদয়পুর-বিলোনিয়া এবং আগরতলা-কৈলাশহর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু করা এবং সাব্রুম থেকে শিলচর পর্যন্ত ট্রেন চালানোর বিষয়ে রেল মন্ত্রকের কাছে কোনো প্রস্তাব পাঠানো হয়নি। তবে রাজ্যের বিভিন্ন মহল থেকে এ ধরনের দাবি উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে বলে পরিবহন দপ্তরের উত্তরে জানানো হয়েছে।

মোবাইলের নেশায় ম্লান রাখির বাজার, বিক্রি কমায় হতাশ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। আজ রাখি পূর্ণিমা। ভাই-বোনের পবিত্র বন্ধনের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজধানী আগরতলা শহরে ছোট, বড় ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের রাখির পসরা সাজিয়ে বসেছেন। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর রাখির চাহিদা অনেকটাই কম বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রতি বছর রাখি পূর্ণিমার আগে বাজারে শিশু-কিশোরদের ভিড় দেখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

Page 1.pmd 1 28-08-2026, 01:09

জাগরণ
আগরতলা ২৮ আগস্ট, ২০২৬ ইং
১০ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

রাখি বন্ধন: ভ্রাতৃত্বের সুতোয় সম্প্রীতি ও সুরক্ষার অঙ্গীকার

রাখি বন্ধন ভ্রাতৃত্বের সুতোয় সম্প্রীতি ও সুরক্ষার অঙ্গীকার। বাঙালি তথা আপামর ভারতবাসীর উৎসবের আঙিনায় 'রাখি বন্ধন' কেবল একটি ধর্মীয় বা পারিবারিক আচার নয়, এটি এক পরম সামাজিক বন্ধনের উৎসব। শ্রাবণ পূর্ণিমার এই পুণ্য তিথিতে বোনেরা তাঁহাদের ভাইদের কব্জিতে যে রঙিন সুতোটি বাধিয়া দেন, তাহার গভীরে লুকাইয়া থাকে পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং আজীবন সুরক্ষার এক অলিখিত প্রতিশ্রুতি। বর্তমানের জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়াইয়া রাখি বন্ধনের প্রাসঙ্গিকতা তাই আরও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।রাখি বন্ধনের ইতিহাস ঘাঁটিলে দেখা যায়, এই উৎসবের পরিধি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসসাক্ষী, সংকটের দিনগুলোতে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখিতে এই উৎসবকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হইয়াছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার বুকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার হাতে রাখি বাধিয়া সম্প্রীতির এক অভূতপূর্ব ডাক দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শক্তির বিভেদকামী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সেই রাখি বন্ধন হইয়া উঠিয়াছিল 'মিলন উৎসব'। রবি ঠাকুরের সেই আদর্শ আজ আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে, রাখি বন্ধন আসিলে ভাঙন রোধ করিবার এবং মানুষকে কাছাকাছি আনিবার এক মহতী উৎসব।আজকের দিনে দাঁড়াইয়া রাখি বন্ধনের অর্থকে আরও কিছুটা প্রসারিত করা প্রয়োজন। সুরক্ষার যে অঙ্গীকার এই উৎসবের মূল কথা, তাহা আজ কেবল এক ব্যক্তির প্রতি অন্য ব্যক্তির সুরক্ষায় আটকাইয়া রাখিলে চলিবে না। আমাদের চারপাশের সমাজ, পরিবেশ এবং পিছাইয়া পড়া মানুষের প্রতিও আমাদের এক ধরনের সুরক্ষার দায়িত্ব রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মানের প্রশ্নে আমাদের সমাজ আজ যেখানে দাঁড়াইয়া, সেখানে রাখি বন্ধন উৎসবের মূল চেতনাকে প্রতিটি মানুষের মনে জাগ্রত করা জরুরি। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সুরক্ষার মনোভাব কেবল নিজের বোনের প্রতি নয়, বরং সমাজের প্রতিটি নারীর প্রতি প্রতিফলিত হওয়াই এই উৎসবের আসল সার্থকতা।একবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক জীবনে উৎসবের বাহ্যিক জাঁকজমক ও উপহার আদানপ্রদানের আড়ালে যেন রাখি বন্ধনের আসল প্রাণটি হারাইয়া না যায়। এটি কেবল একটি সুতো বা আইনি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি হইলো ভালোবাসার এক অদৃশ্য ও দৃঢ় বন্ধন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে যদি আমরা এই সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়িয়া তুলিতে পারি, তবেই রাখি বন্ধন উৎসব উদযাপন পূর্ণতা পাইবে। আসুন, এই রাখি বন্ধনে আমরা সবাই মিলিয়া এক শান্তিময়, বৈষম্যহীন এবং সুরক্ষিত সমাজ গড়িবার অঙ্গীকার করি।বর্তমান আত্মকেন্দ্রিক ও যান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাখি বন্ধন উৎসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আজকের দিনে এই উৎসব কেবল ভাই-বোনের মিষ্টি সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক মেলবন্ধন ও মানবিক মূল্যবোধ জাগাইয়া তোলার এক শক্তিশালী মাধ্যম। ব্যস্ততা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে মানুষ দিন দিন একা হইয়া পড়িতেছে। রাখি বন্ধন উৎসব পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে আবার কাছাকাছি নিয়া আসে। এটি মানুষের মধ্যে 'আমি' ভাব দূর করে 'আমরা' বোধ তৈরি করে। রাখি বা রক্ষা সুতোটি কেবল একটি সুতো নয়, এটি একে অপরকে রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা। আজকের সমাজে যেখানে পরশ্রীকাতরতা এবং নিরাপত্তাহীনতা বাড়িতেছে, সেখানে এই উৎসব পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল হইতে শেখায়।রাখি বন্ধন উৎসবের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইলো এর সর্বজনীনতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখিতে এই উৎসবকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। আজকের দিনেও এটি ধর্ম, জাতি ও বর্ণের ভেদাভেদ ভুলিয়া সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রেরণা দেয়।আত্মকেন্দ্রিক মানুষ যখন অন্যের হাতে রাখি পরাইয়া দেয় বা নিজে পরে, তখন তাহার মধ্যে একাত্মতা ও সহমর্মিতার জন্ম হয়। এটি সমাজের অবহেলিত ও একাকী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা তৈরি করে।মানসিক অবসাদ দূরীকরণ: আধুনিক সমাজে একাকীত্ব ও মানসিক অবসাদ একটি বড় সমস্যা। রাখি বন্ধনের মতো উৎসব মানুষকে মনে করাইয়া দেয় যে তাহারা একা নন, তাহাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো আপনজন রহিয়াছে। এই মানসিক আশ্বাস সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আজকের আত্মকেন্দ্রিক সমাজকে স্বার্থপরতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করিয়া প্রেম, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আলোয় ভরাইয়া তুলিতে রাখি বন্ধন উৎসব এক অনন্য ভূমিকা পালন করে।

টাকারজলা এবং জম্পুইজলায় সিএনজি স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: রাজ্য সরকার টাকারজলা এবং জম্পুইজলায় সিএনজি স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলইয়ের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট এলাকায় সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (সিজিডি) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারেল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ড (পিএনজিআরবি) এর পক্ষ থেকে এনইজিডিসিএল-কে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে সিএনজি স্টেশন দুটির জন্য গ্যাসের উৎস হিসেবে আইজিজিএল পাইপলাইন থেকে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এনইজিডিসিএল নিকটবর্তী অন্য কোনও গ্যাসের উৎস থেকে গ্যাস সংগ্রহের বিষয়টি চিন্তাভাবনা করে এ বিষয়ে গেইলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে গেইল তাদের গ্যাস পাইপলাইনের আনন্দনগর আউটপুট পয়েন্ট থেকে গ্যাস সরবরাহ করতে সম্মতি প্রদান করেছে। প্রস্তাবিত সিএনজি স্টেশন দুটি ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে বলে শিল্পমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন।

তেলিয়ামুড়ায় খাদ্য নিরাপত্তা পরিদর্শন অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ আগস্ট: তেলিয়ামুড়া এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের নেতৃত্বে গত ২৪ আগস্ট খাদ্য নিরাপত্তা পরিদর্শন অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে বিশেষভাবে রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানগুলিতে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, খাদ্য পরিচালনার পদ্ধতি, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনকারীদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সামগ্রিক নিয়মকানুন যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা যাচাই করা। পরিদর্শনকালে খাদ্য ব্যবসায়ীদের (এফবিও) প্রতিষ্ঠানে যথাযথ পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন বজায় রাখা এবং সকল খাদ্য পরিচালনাকারীর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদ খাদ্য পরিচালনার পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। খাদ্য নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়মিত নজরদারি ও পরিদর্শন অব্যাহত থাকবে। খাদ্য ব্যবসায়ীদেরও খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সকল নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করা হয়।

বিদেশি কর্মী নিয়োগ

কীভাবে হবে, যা জানাল মালয়েশিয়া

বিশেষ প্রতিবেদন।। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বিদেশি কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি নির্দেশনা জারি করেছে দেশটির মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়। এই নির্দেশনা বিদেশি কর্মী নিয়োগ দিবে এমন মালয়েশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেনে চলতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

এর আগে দেশটির সংশ্লিষ্ট সরকার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য বাংলাদেশের ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সি ও বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ৪০টির বেশি মেডিকেল সেন্টারের তালিকা প্রকাশ করেছিল।

কিন্তু এসব এজেন্সির নাম প্রকাশের পর জনশক্তি রফতানি সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি এটিকে "সিন্ডিকেট" উল্লেখ করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

জনশক্তি রফতানিকারকদের প্রতিষ্ঠান বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, যেসব এজেন্সির নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে এগুলোর ২/৩টি ছাড়া বাকী সবই মূলত ডামি এজেন্সি, যেগুলোর পেছনে প্রভাবশালীরা সক্রিয় আছে।

এমন প্রেক্ষাপটে সরকার এ বিষয়ে জানতে চেয়ে মালয়েশিয়া সরকারকে চিঠি দিয়েছে বলে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে।

প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, শ্রমবাজার নিয়ে দুই দেশের সরকার কাজ করছে এবং এখানে যা হবে স্বচ্ছতার সাথেই হবে। 'আশা করছি দ্রুতই শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে সে দেশের সরকারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আমরা পেয়ে যাবে। কোন গোপনীয়তা বা সিন্ডিকেট থাকবে না, নিয়ম মেনে সবাই কাজের সুযোগ পাবে,' বলছিলেন তিনি।

এর আগে জুলাইয়ের শেষ দিকে মালয়েশিয়ায় গিয়ে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেছিলেন, অগাস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের যাওয়া শুরু হবে। পরে চলতি মাসের শুরুতে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়েও একই কথা বলেছিলেন। মালয়েশিয়া কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২০২১ সালে, যার মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে। যদিও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানো নিয়ে নানা দুর্নীতি, অনিয়ম ও সিন্ডিকেটের তৎপরতা অভিযোগের জের ধরে ২০২৪ সালের জুনে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়।

ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই সমঝোতা স্মারক কার্যকর থাকায় সেটি অনুসরণ করেই বাংলাদেশকে কর্মী পাঠাতে হবে। 'তবে ডিসেম্বরের পর নতুন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে সরকার,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

জনশক্তি রফতানিকারকরা বলছেন, আগে যারা সিন্ডিকেট করেছে এবং যাদের দুর্নীতির কারণে মালয়েশিয়া শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছে তারাসহ একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী শুরু থেকেই মালয়েশিয়া শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে।

বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বলছেন, 'যাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাদের আমরা নিজেরাই তো চিনিনা। মালয়েশিয়া সরকার তাদের কিভাবে চিনল। আসলে আগের সিন্ডিকেটের একটি অংশের সাথে নতুন কিছু প্রভাবশালীরা এগুলোর পেছনে আছে এবং এক্ষেত্রে বড় দুর্নীতিও কাজ করেছে'। যদিও বিবিসির সাথে আলাপকালে সিন্ডিকেট বা এ ধরনের কোন কিছুর তৎপরতার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। এজেন্সি ও মেডিকেল সেন্টার নিয়ে নানা প্রশ্নের মধ্যেই রবিবার মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় বিদেশি কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া ও নিয়মকানুন নির্দেশনা জারি করাকে দ্রুতই "শ্রমবাজার খোলার" ইঙ্গিত বলে মনে করছে বাংলাদেশ সরকার।

ওই নির্দেশনা জারি করে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, বিদেশি কর্মী নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, সুশৃঙ্খল ও নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। মালয়েশিয়া সরকারে এই নির্দেশনা অনুযায়ী, একজন বিদেশি কর্মী নিয়োগ কিংবা মালয়েশিয়ায় গিয়ে কাজে যোগদান পর্যন্ত আটটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে।

এর প্রথম ধাপে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে বা নিয়োগকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কর্মী চেয়ে আবেদন করতে হবে বা অনুমোদন নিতে হবে। একই সাথে নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে সংশ্লিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। এর পরে ধাপে আগ্রহী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়ান-স্টপ সেন্টারে বিদেশি কর্মীর কোটা চেয়ে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এবং কোটা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত জানানো হবে। তৃতীয় ধাপে লেভি বা নিয়োগসংক্রান্ত সরকারি ফি পরিশোধ করতে হবে, যা মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ এবং মাইআইএমএমএস ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

এরপর নিয়োগদাতা শর্তসাপেক্ষ অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করবেন। এ প্রক্রিয়াটিও মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়- এর ওয়ান - স্টপ সেন্টার এবং সরকার নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

এটি হয়ে যাওয়ার পর বিদেশি কর্মীর নিজ দেশের মালয়েশিয়ান দূতাবাস বা সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। এগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর ষষ্ঠ ধাপে কর্মী উৎস দেশ থেকে নিয়োগ ও মালয়েশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং এটি করতে হবে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি (আরএ) বা নিয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে।

সপ্তম ধাপে বিদেশি কর্মীর জন্য ভিসা উইথ রেফারেন্স (ভিডিআর) সংগ্রহ করতে হবে এবং শেষ বা অষ্টম ধাপে বিদেশি কর্মীর মালয়েশিয়ায় প্রবেশ সম্পন্ন হবে। এই ধাপ শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে নিয়োগের নির্ধারিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ওই নির্দেশনায় মালয়েশিয়া সরকার বিদেশি কর্মী নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও অনুমোদিত রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি- এর তালিকা জানতে নিয়োগদাতাদের মালয়েশিয়া সরকারের বিদেশি কর্মী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্লাটফর্ম ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এফডব্লিউসিএমএস পোর্টাল ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফরে মালয়েশিয়ায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল শ্রমবাজার খুলে দেওয়ার প্রসঙ্গ। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির তালিকায় চতুর্থ দেশ হিসেবে রয়েছে মালয়েশিয়া। কিন্তু এরপরও এ দেশের শ্রমবাজার নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গেছে বাংলাদেশ। বিভিন্ন সময় দফায় দফায় বন্ধ ছিল সেখানকার বাংলাদেশের শ্রমবাজার। সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুন থেকে সেদেশে আবারো বন্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশসহ সব দেশের শ্রমবাজার। সম্প্রতি বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি দেশের রিক্রুটিং এজেন্সি ও মেডিকেল সেন্টারের তালিকা প্রকাশ করে মালয়েশিয়া সরকার আবারো বন্ধ করে রাখা শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

রক্তের কারবার ও চিকিৎসা নৈতিকতা: এক দশকে চালচিত্র..

সুনীল মাইতি (বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতে বিগত এক দশকে যে ভাবনীয় পরিকাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে; তা যেমন বহু জীবন রক্ষা করেছে; তেমনি চিকিৎসা ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ে একগুচ্ছ কঠিন

প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। এই বিতর্কের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হলো 'রক্ত'। মানবদেহের যে উপাদানটির কোনো বিকল্প কৃত্রিম রসায়নাগারে তৈরি সম্ভব নয়; যা সম্পূর্ণভাবে রক্তদাতার সহমর্মিতা এবং সেবামূলক মানসিকতার ওপর নির্ভরশীল; তা বেসরকারি হাসপাতাল বা ব্লাড ব্যাংকগুলোর হাতে পৌঁছে কি তবে স্রেফ 'পণ্য'-এ পরিণত হয়েছে? বিগত দশকে ভারতে রক্ত আন্দোলন এবং তার আড়ালে চলা হাজার হাজার কোটি টাকার কারবারের সমীকরণটি বিশ্লেষণ করলে একটি জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা ফুটে উঠে।

ভারতবর্ষের জাতীয় রক্ত সঞ্চালন পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় ওষুধ মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা-র নিয়ম অনুযায়ী, রক্ত বা রক্ত-উপাদান ক্রয়- বিক্রি করা সম্পূর্ণ বেআইনি। অর্থাৎ রক্তের কোনো নিজস্ব বিক্রয় মূল্য হতে পারে না। হাসপাতাল বা ব্লাড ব্যাংকগুলো যে টাকাটি রোগীর স্বজনদের কাছ থেকে দাবি করে; তা হল 'প্রসেসিং চার্জ' বা প্রক্রিয়াকরণ খরচ। এর মধ্যে রয়েছে রক্তে এইচআইভি; হেপাটাইটিস বি ও সি; সিফিলিস বা ম্যালেরিয়ার মত মারাত্মক রোগের উপস্থিতি পরীক্ষা তাপমাত্রা বজায় রেখে সংরক্ষণ এবং রক্তকে উপাদান অনুযায়ী ভাগ করার খরচ।

নথি অনুযায়ী সব ঠিক থাকলেও বিপত্তি ঘটে খরচের সীমা নিয়ে।সুনির্দিষ্ট সরকারি নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও বহু কর্পোরেট ও বেসরকারি হাসপাতাল 'প্রসেসিং ফি'-এর নামে বিপুল অংকের টাকা দাবি করে। যেখানে একটি সরকারি সেন্টারে বা রেডক্রস ব্লাড ব্যাংকে এক ইউনিট রক্তের জন্য হয়তো কয়েকশো টাকা নেওয়া হয়; সেখানে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল বা প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংক রক্ত উপাদানভেদে (যেমন: প্লাজমা; প্লেটলেট; প্যাকড লোহিত রক্তকণিকা) ৩০০০ থেকে ৮০০০ টাকা বা তারও বেশি আদায় করে। বিগত এক দশকে প্লেটলেট রিচ প্লাজমা বা ডাবল ফ্রোজেন প্লাজমার মতো বিশেষায়িত উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই খরচের মাত্রা বহুগুণ বেড়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার ব্যবসার মূল অভিযোগটি শুধু প্রক্রিয়াকরণ ফি-তেই সীমাবদ্ধ নয়; তা ছড়িয়ে রয়েছে পরিষেবার আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলোতেও

বাধ্যতামূলক ইন -হাউস ক্রয়: বহু বেসরকারি হাসপাতাল বাইরের অনুমোদিত ব্লাড ব্যাংক থেকে আনা রক্ত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। রোগীর পরিবারকে বাধ্য করা হয় সেই হাসপাতালের নিজস্ব ব্লাড ব্যাংক থেকেই চড়া দামে রক্ত বার রক্ত উপাদান কিনতে।

ক্রসম্যাচিং ও ট্রান্সফিউশন ফি..

রক্ত পরীক্ষার মূল খরচের বাইরেও ক্রসম্যাচিং চার্জ; ট্রান্সফিউশন সেট চার্জ এবং নার্সিং ফি-এর নামে আলাদা মোটা অংকের বিল তৈরি করা হয়।

অপ্রয়োজনীয় রক্ত সঞ্চালন..

স্বাস্থ্য বিশ্লেষকদের একাংশের মতে; অনেক ক্ষেত্রে আইসিইউ- -তে থাকা রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্ত উপাদান প্রেসক্রাইব করবার একটা প্রবৃত্তি দেখা যায়; যা ব্লাড ব্যাংকের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সরাসরি সাহায্য করে। ভারতে স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠনগুলোর অভিযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। সাধারণ মানুষ যে রক্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে দান করছেন; তা হাসপাতালে পৌঁছানোর পর একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসার সামগ্রীতে পরিণত হচ্ছে। রক্তদাতারা ভাবেন তাঁরা কোনো মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাচ্ছেন; কিন্তু বাস্তবে সেই রক্ত প্রসেসিং ফি-এর আড়ালে মোটা মুনাফার উৎস হয়ে উঠছে।

জাতীয় স্তরে ভারতের প্রয়োজন বার্ষিক প্রায় ১.৫ কোটি ইউনিট রক্ত; যেখানে ঘাটতি থেকে যায় অন্তত ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। এই ঘাটতিকে কাজে লাগিয়েই গড়ে উঠেছে এক অলিখিত 'সাপ্লাই- ডিমান্ড' বাজার। জরুরি প্রয়োজনে বা বিরল রক্তের গ্রুপের ক্ষেত্রে দিশেহারা পরিবারের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ বিগত এক দশকে বহুবার শিরোনামে এসেছে।

২০১৬ সালে এনবিটিসি প্রসেসিং চার্জের উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল; কিন্তু রাজ্য পর্যায়ে তার কঠোর বাস্তবায়নের অভাব স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ামক সংস্থাগুলির নজরদারিতে গলদ থাকার কারণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অনায়াসেই এই নিয়ম এড়িয়ে যেতে পারে। রক্তদান শিবির আয়োজনের খরচ জোগায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা; অথচ সেই সংগৃহীত রক্তের প্রসেসিং করে লাভের মুখ দেখে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো।

স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাস বজায় রাখতে হয়; তবে এই পরিকাঠামোয় অবিলম্বে কিছু কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

প্রসেসিং ফি-র স্বচ্ছতা ও একমুখী নীতি..

সারাদেশে রক্ত ও তার উপাদানগুলোর প্রক্রিয়াকরণ খরচের একটি নির্দিষ্ট জাতীয় উর্ধসীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা সব বেসরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বাইরের ব্লাড ব্যাংকের অনুমোদন

অনুমোদিত রেজিস্টার ব্লাড ব্যাংক থেকে আনা রক্তের উপর বেসরকারি হাসপাতালগুলোর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রবণতা আইনি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা উচিত।

ডিজিটাল ট্র্যাকিং ও অডিট..

রক্ত সংগ্রহের উৎস থেকে শুরু করে রোগীর শরীরে প্রবেশ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটাই 'ই-রক্তকোষে'- এর মত কেন্দ্রীয় ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে ১০০ শতাংশ ট্র্যাক করা উচিত; যাতে প্রতিটি ইউনিটের খরচের স্বচ্ছ অডিট সম্ভব হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকীকরণে বেসরকারি হাসপাতালের ভূমিকা অনস্বীকার্য; কিন্তু রক্তের মতো জীবনদায়ী উপাদানের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিকীকরণ মানবতার গোড়াতেই আঘাত করে। রক্তদান একটি সামাজিক আমানত; এটিকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হতে দিলে সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছায় রক্তদানের আগ্রহ কমতে বাধ্য। বিগত এক দশকের অভিযোগ ও বাস্তবতার আলোকে এখন সময় এসেছে রক্ত ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ; জবাবদিহিমূলক এবং কঠোর সরকারি নজরদারির আওতায় নিয়ে আসার ------ যাতে রক্তের অভাবে যেমন কারো মৃত্যু না হয়; তেমনই রক্তের নামে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হয়।

রামচন্দ্রপুর; মেচেদা; পূর্ব মেদিনীপুর
ফোন নম্বর- ৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্রামীণ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ বেড়ে ৮৬.৫২ শতাংশ, বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: ত্রিপুরায় গ্রামীণ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ বেড়ে ৮৬.৫২ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যের মোট ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৪৯টি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৩৭টি পরিবার পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পেয়েছে বলে বিধানসভায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা বিধানসভার ১৩তম বিধানসভার দশম অধিবেশনে বিজেপি বিধায়ক জহর চক্রবর্তীর তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত তিন বছরে গ্রামীণ এলাকার আরও ১ লক্ষ ৯১ হাজার ১০৬টি পরিবারকে নিরাপদ পানীয় জলের আওতায় আনা হয়েছে। একই সময়ে ১ হাজার ১৯৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতেও এই পরিষেবা পৌঁছেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট জল জীবন মিশন শুরু হওয়ার সময় ত্রিপুরায় পাইপের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ ছিল মাত্র ৩.২৪ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের। ২০২৩ সালের ২০ আগস্ট পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫১ হাজার ১৩৫টি পরিবার এই পরিষেবার আওতায় এসেছিল।

এদিন তিপরা মথা পার্টির বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন, এডিসি এলাকার কিছু অংশে এখনও পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের দুর্গম এলাকাগুলিতে সমস্যাটি বেশি। তিনি বলেন, পাহাড়ি ও পাথুরে এলাকায় উপযুক্ত জলস্তর না থাকায় সেখানে প্রচলিত গভীর বা অগভীর নলকূপ বসানো কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ঝরনা ও ছড়ার জল সংগ্রহ করে উঁচু এলাকায় পাম্প করে পৌঁছে দেওয়ার মতো বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, এডিসি এলাকায় গড় পানীয় জল সংযোগের হার প্রায় ৮০ শতাংশে পৌঁছেছে। বিভিন্ন এলাকায় এই হার ৮৫ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

বাকি পরিবারগুলিকে সংযোগ দেওয়ার জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ, জল শোধনাগার এবং বিভিন্ন নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ চলছে বলেও জানান ডাঃ সাহা। দ্রুত রাজ্যে ১০০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারকে পাইপের পানীয় জলের আওতায় আনা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এলজিডি বা লোকাল গভর্নমেন্ট ডিরেক্টরি কোডের মাধ্যমে পৃথক গ্রাম চিহ্নিত করা হয়। জল জীবন মিশন ও স্বচ্ছ ভারত মিশনের মতো প্রকল্পে পানীয় জল সরবরাহ, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক তথ্যের হিসাব রাখতেও এই কোড ব্যবহার করা হয়।

নেপালে পালানোর পথে বিহারে ধরা পড়ল ১০ কোটি টাকার হাশিশের মূল সরবরাহকারী

মুম্বই, ২৭ আগস্ট (আইএএনএস): ১০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের হাশিশ উদ্ধারের ঘটনায় বিহারের এক ব্যক্তিকে মূল সরবরাহকারী হিসেবে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশের অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেল (এএনসি)। বৃহস্পতিবার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নেপালে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারির কাছে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গত ১৭ আগস্ট বান্দ্রা টার্মিনাসের কাছে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ওরলি ইউনিটের এএনসি। তার কাছ থেকে ১০.০১০ কেজি হাশিশ উদ্ধার করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১০.০১ কোটি টাকা। এই ঘটনায় নির্মল নগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়।ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত মূল সরবরাহকারীর বিষয়ে তথ্য পান তদন্তকারীরা। এরপর ওরলি ইউনিটের এসপিও কিরণ ওয়াঘ এবং আধিকারিক রোহিত সালির নেতৃত্বে একটি দল বিহারে পাঠানো হয়।

২৩ আগস্ট মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের দল পূর্ব চম্পারণের রক্সৌলে পৌঁছে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় মোতিহারির কাছে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে। পুলিশের দাবি, গ্রেফতারের সময় সে প্রতিবেশী নেপালে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

মাদক সরবরাহ চক্রের আরও সদস্য এবং নেটওয়ার্কের বিষয়ে তদন্ত চলছে।

এদিকে, পৃথক একটি মাদকবিরোধী অভিযানে ২২ আগস্ট হায়দরাবাদের এলবি নগর জোনের স্পেশাল অপারেশনস টিম (এসওটি) এবং নাগোল পুলিশ আন্তঃরাজ্য হাশিশ তেল পাচার চক্রের হদিস পায়। ওই অভিযানে দু'জনকে গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে ১৪.২ কেজি হাশিশ তেল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকা।

ধৃতদের পরিচয় ৩০ বছর বয়সি থালে নাগারাজু এবং ৩৯ বছর বয়সি নাগুলা নারায়ণ ওরফে কিরণ হিসেবে জানা গিয়েছে। দু'জনেই অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারাম রাজু জেলার বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, গৌরেল্লি রোডের দিকে মোটরসাইকেলে করে হাশিশ তেল নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আটক করা হয়। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গৌরেল্লি এক্স রোডে গাড়ি তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ তাদের মোটরসাইকেল থামায়।তল্লাশিতে কালো রঙের পদার্থ ভর্তি ১৪টি প্যাকেট উদ্ধার হয়। সব মিলিয়ে যার ওজন প্রায় ১৪.২ কেজি। এছাড়াও দু'টি মোবাইল ফোন, একটি মোটরসাইকেল এবং ২,৫০০ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পাঞ্জাবে সরকারি পরিষেবা ব্যাহত, ধর্মঘটে তিন লক্ষ কর্মী

চণ্ডীগড়, ২৭ আগস্ট (আইএএনএস): মহার্ঘ ভাতা (ডিএ)-র বকেয়া এবং দীর্ঘদিনের অন্যান্য দাবিদাওয়া পূরণের দাবিতে বৃহস্পতিবার একদিনের গণছুটিতে গেলেন পাঞ্জাবের প্রায় সব দপ্তর, বোর্ড ও কর্পোরেশনের তিন লক্ষেরও বেশি সরকারি কর্মী। এর ফলে রাজ্যজুড়ে সরকারি পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। কর্মীদের সঙ্গে প্রায় চার লক্ষ পেনশনভোগীও আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

'মহা হরতাল'-এর অংশ হিসেবে জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরের সরকারি দপ্তরগুলিতে দিনভর অবস্থান-বিক্ষোভ করছেন আন্দোলনকারীরা। সরকারি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে। তবে বাজার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি বাস পরিষেবা এবং জরুরি পরিষেবাকে ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

কর্মী সংগঠনগুলির দাবি, তাঁদের মোট ২০,১৬১ কোটি টাকার ডিএ বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে ২০২১ সাল থেকে ৬,০০০ কোটি টাকা এবং তারও আগে থেকে ১৪,১৬১ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। বর্তমানে কর্মীরা মূল বেতনের ৪২ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। কর্মীদের দাবি, তা বেড়ে ৫৮ শতাংশ হওয়া উচিত।

ধর্মঘটের একদিন আগে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমা চণ্ডীগড়ে একাধিক কর্মী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন। কর্মীদের দাবি নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভার উপ-কমিটির প্রধান চিমা বৈঠকে বলেন, "ভগবন্ত মান সরকার আপনাদের সমস্যার প্রতি গভীরভাবে সহানুভূতিশীল। আপনাদের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দাবির ক্ষেত্রেই পদক্ষেপ ইতিমধ্যে প্রক্রিয়াধীন।" তিনি পরিবহণ, শিক্ষা, পশুপালন এবং অর্থ দপ্তরকে কর্মী সংগঠনগুলির ন্যায্য দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

ধর্মঘটের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বৃহস্পতিবার জালন্ধরের পাঞ্জাব আর্মড পুলিশ (পিএপি) কমপ্লেক্সে কর্মী সংগঠনগুলির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

চলতি মাসের শুরুতে চিমা জানিয়েছিলেন, পূর্ববর্তী সরকারের কাছ থেকে কর্মীদের পে-কমিশন সংক্রান্ত ১৪,১৯১ কোটি টাকার দায় উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে বর্তমান সরকার। হাইকোর্ট অনুমোদিত ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনার আওতায় ইতিমধ্যে ৬,০০০ কোটিরও বেশি টাকা মেটানো হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বৈধ সমস্ত বকেয়া মেটাতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান তিনি।

চিমা আরও বলেন, কর্মীদের পে-কমিশনের রিপোর্টটি ২০১৬ সালে শিরোমণি অকালি দল-বিজেপি সরকারের আমলে তৈরি হলেও বহু বছর তা কার্যকর করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ২০২১ সালের জুলাইয়ে রিপোর্টটি কার্যকর করা হয়। এর ফলে ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের জুলাই পর্যন্ত ডিএ বকেয়া স্থগিত থাকায় ১৪,১৯১ কোটি টাকার দায় তৈরি হয়।

গত ৩ আগস্ট পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া ডিএ মেটানোর নির্দেশ দেওয়ার পরই এই বিষয়টি নতুন করে সামনে আসে। পাশাপাশি, বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বড় আকারের বিজ্ঞাপন প্রচারে রাজ্য সরকারকে নিষেধ করা হয়।

হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল, সমস্ত বকেয়া মেটানো না হওয়া পর্যন্ত প্রিন্ট বা সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় আকারের বিজ্ঞাপন প্রচারের মতো অনুৎপাদনশীল খরচ করা উচিত নয়, কারণ এই ধরনের ব্যয় রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য বকেয়া না দেওয়ার বিষয়টিকে ন্যায্যতা দিতে পারে না।

নেহরু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, মোদির আমলে নর্মদা প্রকল্পের দরজা খোলা হয়েছে: শাহ

আমরেলি, ২৭ আগস্ট (আইএএনএস): নর্মদা প্রকল্পের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার বলেন, ১৯৬৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তবে নর্মদা প্রকল্পের জলাধারের গেট খোলা হয় নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর।

আমরেলি জেলার দুধালায় 'গুজরাট গৌরব সরোবর'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ বলেন, বহু বছর ধরে নর্মদা প্রকল্পের কাজ চলার পর শেষ পর্যন্ত গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নর্মদার জল পৌঁছেছে।

তিনি বলেন, "১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহরু নর্মদা প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। আমিও ১৯৬৪ সালে জন্মেছি। নরেন্দ্র ভাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এর গেট খোলা হয়।"

শাহ জানান, পরবর্তীতে নর্মদার জল সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছের বিস্তীর্ণ এলাকায়, এমনকি খাভদা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন বাঁধ ও নদীতে নর্মদার উদ্বৃত্ত জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'সৌনি যোজনা'-রও উল্লেখ করেন তিনি।

গুজরাটে জল সংরক্ষণের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে খরার পরিস্থিতি অনেকটাই কমেছে বলেও দাবি করেন শাহ। তিনি ১৯৮৫, ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালের ভয়াবহ খরার দিনগুলির কথা স্মরণ করে সেই সময়ের জলসংকট ও ত্রাণকাজের কথা তুলে ধরেন।

শাহ বলেন, ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জল সংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর দাবি, ২০০৩ সালে এক বছরেই ১.৫ লক্ষ চেক ড্যাম নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও হাজার হাজার জলাশয় নির্মাণ ও পুনর্ভরাট, উত্তর গুজরাটে 'সুজলাম সুফলাম যোজনা', ড্রিপ ও স্প্রিঙ্কলার সেচ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রের 'ক্যাচ দ্য রেন' অভিযানের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

শাহ বলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জল সংরক্ষণে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব দিতে 'জল শক্তি মন্ত্রক' গঠন করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন বাঁধের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করে সেচের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।'গুজরাট গৌরব সরোবর' প্রকল্প প্রসঙ্গে শাহ বলেন, হরিকৃষ্ণ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাবজিভাই ধোলাকিয়া প্রায় দু'বছর আগে তাঁকে এই এলাকায় একটি জলাশয় নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় তিনি উদ্যোগটির প্রশংসা করেন।

শাহ জানান, ২১ একর এলাকাজুড়ে তৈরি এই সরোবরটির দৈর্ঘ্য ৩৬০ মিটার, প্রস্থ ২৬০ মিটার এবং গভীরতা চার মিটার। জল সংরক্ষণের ফলে এলাকার ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বহু কুয়ো পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, ধোলাকিয়ার ফাউন্ডেশন গাগাদিয়া নদী পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি ২০৮টি জলাশয় নির্মাণেও অবদান রেখেছে।সৌরাষ্ট্র ও গোটা গুজরাটে জল সংরক্ষণে এই ধরনের উদ্যোগ আরও সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন শাহ। তাঁর কথায়, ঈশ্বর যাঁদের সামর্থ্য দিয়েছেন, তাঁরা মানুষের কল্যাণে জল সংরক্ষণে অর্থ ব্যয় করতে এগিয়ে আসবেন এবং তাঁদের অনুপ্রেরণায় আরও মানুষ সম্মিলিতভাবে জল সংরক্ষণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

ভারতের বিনিয়োগবান্ধব নীতি, কর ব্যবস্থায় নিশ্চয়তা ও সংস্কারের কথা তুলে ধরলেন নির্মলা সীতারামন

টরন্টো, ২৭ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতের বিনিয়োগবান্ধব নীতি, কর ব্যবস্থায় অধিক নিশ্চয়তা এবং চলমান সংস্কারের কথা তুলে ধরে কানাডার ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ভৌগোলিক অঞ্চলে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ এবং অংশীদারিত্ব খোঁজার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বৃহস্পতিবার টরন্টোতে কানাডার শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির সিইও, প্রেসিডেন্ট এবং পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের ব্যবসায়িক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখেন তিনি।

অর্থ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, বৈঠকে ক্লিন টেকনোলজি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, রেয়ার আর্থ, এনার্জি স্টোরেজ, টেকসই পরিকাঠামো, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, অটোমোবাইল, বস্ত্র, গ্রিন স্টিল, এরোস্পেস, মহাকাশ, সাইবার সিকিউরিটি, বায়োটেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, উচ্চশিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যবসায়িক নেতারা অংশ নেন।

সীতারামন অন্টারিও টিচার্স' পেনশন প্ল্যানের প্রেসিডেন্ট ও সিইও জো টেলরের সঙ্গে বৈঠক করেন। ভারতে ওটিপিপি-র দীর্ঘমেয়াদি আস্থা এবং ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড-এর সঙ্গে তাদের অংশীদারিত্বের প্রশংসা করেন তিনি। এনআইআইএফ ইনফ্রা ফান্ড জজ্জ-তে ওটিপিপি-র অংশগ্রহণ নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকে ট্রান্সমিশন, পরিবহণ, নগর পরিকাঠামো এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মতো ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব ও যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে ওটিপিপি-র পরিকাঠামো বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের জন্য জিআইএফটি-আইএফএসসি-এর গুরুত্বও তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। ভারতের বৃহত্তর বিনিয়োগের সুযোগ খতিয়ে দেখতে ওটিপিপি-কে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

ওমার্স-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও ব্লেক হাটচেসনের সঙ্গেও বৈঠক করেন সীতারামন। ভারতের প্রতি ওমার্স-এর দীর্ঘমেয়াদি আস্থার প্রশংসা করে পরিকাঠামো ও রিয়েল এস্টেটে তাদের বিদ্যমান বিনিয়োগের ভিত্তিতে ভারতে আরও গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

পরিবহণ, ট্রান্সমিশন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, নগর পরিকাঠামো, লজিস্টিক্স এবং রিয়েল এস্টেট-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং পরিকাঠামোর বাড়তে থাকা চাহিদাকে বিনিয়োগের বড় সুযোগ হিসেবে তুলে ধরা হয়।

সীতারামন ভারতের বিনিয়োগবান্ধব নীতি, কর ব্যবস্থায় অধিক নিশ্চয়তা এবং চলমান সংস্কারের কথা ফের তুলে ধরে ওমার্স-কে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অঞ্চলে নতুন সুযোগ এবং অংশীদারিত্ব খোঁজার আহ্বান জানান। বিদ্যমান পরিকাঠামো ও রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগের বাইরে ভারতে ওমার্স-এর উপস্থিতি আরও বিস্তৃত করার সম্ভাবনাও বৈঠকে উঠে আসে।

এছাড়া কানাডা পেনশন প্ল্যান ইনভেস্টমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সিইও জন গ্রাহামের সঙ্গে বৈঠকে ভারতে সংস্থাটির দীর্ঘমেয়াদি আস্থা ও বিনিয়োগের প্রশংসা করেন অর্থমন্ত্রী। এনআইআইএফ ইনফ্রা ফান্ড জজ্জ-তে সিপিআইবি-র বিনিয়োগ নিয়েও আলোচনা হয়। ট্রান্সমিশন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সড়ক, বন্দর, নগর পরিকাঠামো, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং ডেটা সেন্টার-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মূলধনের বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁরা।

ভারতের ক্রমবর্ধমান পরিকাঠামো সম্পদ নগদীকরণ কর্মসূচি এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রক পূর্বানুমানযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা আরও শক্তিশালী করার জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলির কথাও তুলে ধরেন সীতারামন। পাশাপাশি, বেসরকারি ঋণ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে জিআইএফটি-আইএফএসসি-এর মাধ্যমে তৈরি হওয়া নতুন সুযোগগুলির কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

ভারতের পরিকাঠামো এবং উদীয়মান প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রগুলিতে সিপিআইবি-কে আরও গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক পুনর্গঠনের সময়

ঢাকা, ২৭ আগস্ট (আইএএনএস): বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বর্তমানে এক জটিল, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, অমীমাংসিত জল ও সীমান্ত সমস্যা এবং বাণিজ্য ও যোগাযোগ নিয়ে দীর্ঘদিনের মতপার্থক্যসব মিলিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েনের ধারণা তৈরি হয়েছে। তবে সম্পর্ককে শুধুমাত্র 'উত্তেজনাপূর্ণ' হিসেবে দেখলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়দুই দেশই গভীরভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং দীর্ঘমেয়াদি বৈরিতার সম্পর্ক কোনও পক্ষেরই স্বার্থে নয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরনো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মডেলে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে সমতা, পারস্পরিকতা, সার্বভৌমত্ব এবং স্পষ্ট পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলাই বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ যেমন ভারতের প্রয়োজন অনুভব করে, তেমনই ভারতেরও একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ও সহযোগিতাপ্রবণ বাংলাদেশ প্রয়োজন। এই পারস্পরিক নির্ভরতার স্বীকৃতিই আরও পরিণত সম্পর্কের ভিত্তি হতে পারে।

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পড়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ নিয়ে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বহু মানুষ মনে করেন, পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এই ধারণাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিদেশনীতি শুধু সরকারের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিচালিত হয় না, দুই দেশের সাধারণ মানুষের পারস্পরিক আস্থাও তার ওপর প্রভাব ফেলে। তাই উভয় দেশেরই রাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমীকরণ থেকে আলাদা রাখার স্বার্থ রয়েছে।

এর অর্থ গত দেড় দশকের সহযোগিতার অর্জনকে অস্বীকার করা নয়। বাংলাদেশ ও ভারত বাণিজ্য, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, নিরাপত্তা এবং মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিস্তৃত সহযোগিতা গড়ে তুলেছে। রেল, সড়ক ও অভ্যন্তরীণ জলপথের যোগাযোগও সম্প্রসারিত হয়েছে। কৌশলগত দিক থেকে এই আন্তঃনির্ভরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে। তিন দিক দিয়ে ভারতবেষ্টিত বাংলাদেশ ভারতের জন্য বঙ্গোপসাগরে সম্ভাব্য প্রবেশাধিকার এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত যোগাযোগপথ তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভোক্তা বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেয়। তাই যোগাযোগকে এক পক্ষের দেওয়া 'সুবিধা' হিসেবে নয়, বরং উভয়ের যৌথ সম্পদ হিসেবে দেখা প্রয়োজন।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একই সম্ভাবনা ও সমস্যার প্রতিফলন রয়েছে। ভারত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার হলেও দুই দেশের বাণিজ্য ঐতিহাসিকভাবে ভারতের অনুকূলে রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে রফতানি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা রফতানি বাড়াতে সাহায্য করলেও অশুল্ক বাধা, শংসাপত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং দুর্বল লজিস্টিক ব্যবস্থা এখনও বাংলাদেশের রফতানি বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করছে।

আরও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের অর্থ কৃত্রিমভাবে বাণিজ্য ঘাটতি দূর করা নয়। বরং বাংলাদেশের রফতানি বৃদ্ধির পথে কাঠামোগত বাধাগুলি দূর করতে কাস্টমস ব্যবস্থা উন্নত করা, মানদণ্ডের পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব বাড়ানো প্রয়োজন। এর ফলে ভারতও বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হতে পারবে এবং বাংলাদেশ পাবে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির সুযোগ।

জ্বালানি ক্ষেত্রেও পারস্পরিক স্বার্থের বাস্তব উদাহরণ রয়েছে। বাংলাদেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করেছে এবং ভারতীয় সংস্থাগুলি বাংলাদেশের জ্বালানি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে। এই আন্তঃনির্ভরতা স্থিতিশীলতার উৎস হতে পারে। একইসঙ্গে বাংলাদেশকে নিজের জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্য বাড়িয়ে যেতে হবে, যা ভারতের প্রতি বিরূপ অবস্থান নয়, বরং জাতীয় স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির স্বাভাবিক পদক্ষেপ।

তবে সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়গুলির একটি হল জল। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। ফলে জল সহযোগিতা দুই দেশের সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ১৯৯৬ সালের গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি দেখিয়েছিল যে আলোচনার মাধ্যমে কঠিন সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু তিস্তা চুক্তি এখনও অমীমাংসিত থাকায় বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের হতাশা রয়েছে। উত্তর বাংলাদেশের কৃষি ও জলনিরাপত্তার সঙ্গে এই সমস্যার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও রাজনৈতিক স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত। ফলে বিষয়টি কঠিন হলেও সমাধানের অযোগ্য নয়।

গঙ্গা চুক্তির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে জল কূটনীতিতে আরও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা এবং ধারাবাহিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। গঙ্গা চুক্তির আসন্ন নবীকরণকে শূন্য-সম ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর আন্তঃসীমান্ত নদী ব্যবস্থাপনার সুযোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে। যৌথ জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য, বন্যার পূর্বাভাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো বিষয়গুলিতে সহযোগিতা বাড়ানো জরুরি।

সীমান্ত ব্যবস্থাপনাও দুই দেশের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ নিয়ে ভারতের উদ্বেগ রয়েছে। অন্যদিকে সীমান্তে সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যু এবং প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কোনও পক্ষেরই অন্য পক্ষের উদ্বেগকে প্রচার হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার পাশাপাশি সীমান্তে অপ্রয়োজনীয় হিংসা কমাতে প্রাণঘাতী নয় এমন প্রযুক্তির ব্যবহার, যৌথ তদন্ত এবং সংগঠিত অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপ বাড়ানো যেতে পারে। লক্ষ্য হওয়া উচিত নিরাপদ, মানবিক এবং অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর সীমান্ত।

নিরাপত্তা সহযোগিতাও দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত অপরাধ এবং বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের অস্থিতিশীলতা নিয়ে উভয় দেশেরই উদ্বেগ রয়েছে। ভারতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার না করার নীতিও গুরুত্বপূর্ণ। তবে নিরাপত্তা সহযোগিতার অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের প্রতিটি নীতিকে শুধুমাত্র ভারতের নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে।

বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে চিন, জাপান, আমেরিকা, আসিয়ান দেশ এবং অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নয়। একইভাবে বাংলাদেশেরও ভারতের বৈধ নিরাপত্তা স্বার্থকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। চাপ প্রয়োগের পরিবর্তে পারস্পরিক আশ্বাস দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য বেশি কার্যকর হতে পারে।

রোহিঙ্গা সংকটও দুই দেশের সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত বিপুল সংখ্যক মানুষের আশ্রয় দিয়েছে। অন্যদিকে ভারতও এই অঞ্চলে নিরাপত্তা ও অভিবাসন সংক্রান্ত উদ্বেগের মুখোমুখি। কোনও দেশ একা এই সংকটের সমাধান করতে পারবে না। তাই মিয়ানমার এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন।সবশেষে, ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে দুই দেশ অতীতে কত দ্রুত ফিরে যেতে পারে তার ওপর নয়, বরং কতটা টেকসই নতুন কাঠামো তৈরি করতে পারে তার ওপর। ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক বন্ধুত্ব অবশ্যই মূল্যবান, কিন্তু আধুনিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব ও পরিমাপযোগ্য পারস্পরিক সুবিধাও প্রয়োজন।

সমতার অর্থ দুই দেশের ওজন বা ক্ষমতা সমান হওয়া নয়। বরং আকার ও শক্তির পার্থক্য সত্ত্বেও ছোট দেশের নিজস্ব স্বার্থ অনুসরণের অধিকারকে সম্মান করা। পারস্পরিক স্বার্থের অর্থ এমন সহযোগিতা, যাতে উভয় পক্ষই লাভবান হয়। আর সার্বভৌমত্বের অর্থ কোনও দেশই অন্য দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী পরিচালিত করার প্রত্যাশা করবে না।

তাই বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের নতুন অধ্যায় সম্ভব। এর জন্য ভারতকে জল, বাণিজ্য, সীমান্ত ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ আরও মন দিয়ে শুনতে হবে। একইসঙ্গে বাংলাদেশকেও ভারতের বৈধ নিরাপত্তা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত স্বার্থকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং নিজের ভূখণ্ডকে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার উৎস হিসেবে ধরে রাখতে হবে।

উভয় দেশকেই এমন জাতীয়তাবাদী বক্তব্য এড়াতে হবে, যা প্রতিটি মতপার্থক্যকে কূটনৈতিক সংঘাতে পরিণত করে। সম্পর্ককে ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের ওপর কম নির্ভরশীল করাও জরুরি। কারণ সরকার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু ভূগোল বদলায় না সীমান্ত পেরিয়ে নদী প্রবাহিত হয়, ব্যবসা চলতে থাকে এবং বঙ্গোপসাগর দুই দেশকে বৃহত্তর আঞ্চলিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করে।

ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে সব বিষয়ে একমত হওয়া জরুরি নয়। পরিণত সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য মতপার্থক্যের অনুপস্থিতি নয়, বরং মতপার্থক্যকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে তা সহযোগিতাকে দুর্বল না করে। লক্ষ্য হওয়া উচিত না ভারতের আধিপত্য, না বাংলাদেশের দূরত্ব; বরং এমন একটি সম্পর্ক, যেখানে দুই দেশ নিজেদের জাতীয় স্বার্থ অনুসরণ করবে এবং একইসঙ্গে বুঝবে যে সংঘাতের তুলনায় সহযোগিতাই অনেক সময় সেই স্বার্থ পূরণে বেশি কার্যকর।

বর্তমান সময়কে তাই শুধু টানাপোড়েনের সময় হিসেবে না দেখে সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে। ঢাকা ও দিল্লি যদি রাজনৈতিক প্রত্যাশার বদলে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, নির্ভরতার বদলে পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরতা এবং বক্তব্যের বদলে পারস্পরিকতার পথে এগোয়, তাহলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে। এটি সম্পর্ক থেকে পিছিয়ে যাওয়া নয়, বরং আরও টেকসই সম্পর্কের ভিত্তি নির্মাণের সুযোগ।

Page 3_5_7- JAGARAN11.pmd 2 28-08-2026, 01:35

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হাতে লেখা না টাইপিং কোনটা ব্রেনের জন্য ভালো?

হাতে লেখা বনাম টাইপিং শেষ কবে আপনি পেন দিয়ে খাতায় কিছু লিখেছেন, মনে পড়ে? আজকের মোবাইল আর ল্যাপটপের যুগে খাতা-পেনের জায়গা দখল করে নিয়েছে কিবোর্ড আর টাচস্ক্রিন। বাজার-দোকানের ফর্দ থেকে শুরু করে পরীক্ষার পড়া, সবই এখন আঙুলের ডগায় টাইপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সহজ অভ্যাসে কি আমাদের মেধা বা ব্রেন পাওয়ারের কোনও ক্ষতি হচ্ছে? বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণা কিন্তু খুব চমকে দেওয়ার মতো কথা বলছে। গবেষকদের দাবি, ঝড়ের গতিতে টাইপ করার চেয়ে খাতা-পেন দিয়ে হাতে লিখলে মস্তিষ্ক অনেক বেশি চনমনে থাকে এবং মনে রাখার ক্ষমতাও প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

কী বলছে গবেষণা?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, যখন পেন দিয়ে কোনও অক্ষর লেখা হয়, তখন আমাদের চোখ, হাত এবং মাথার স্নায়ুগুলো একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করে। আঙুল কীভাবে ঘুরছে, অক্ষরের চেহারা কেমন হবে, এই সব কিছু ভাবতে গিয়ে মাথায় এক ধরনের দারুণ সংযোগ তৈরি হয়। স্নায়ুবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় আলফা ও থিটা তরঙ্গ। এই তরঙ্গের কারণেই পড়া বা তথ্য খুব সহজেই আমাদের মস্তিষ্কে গেঁথে যায় এবং বহু দিন মনে থাকে। অন্যদিকে, টাইপ করার সময় আমরা কেবল একই ধরনের বোতামে আঙুল ছুঁইয়ে যাই, ফলে মাথার খুব বেশি অংশ খাটার সুযোগ পায় না।

গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, ক্লাসে বা মিটিংয়ে যারা নিজের হাতে নোট লেখে, তারা পড়া অনেক চটজলদি বোঝে। কারণ মুখের কথার মতো দ্রুত হাতে লেখা অসম্ভব। তাই মানুষ আগে কথাটা বোঝে, তারপর সংক্ষেপে নিজের ভাষায় সুন্দর করে সাজিয়ে খাতায় লিখে রাখে। এতে বিষয়টির মানে মাথায় একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। উল্টোদিকে, কীবোর্ডে টাইপ করার সময় অনেকে কিছু না বুঝেই শুধু টানা কথা তুলে যায়, যা একটু পরেই মাথা থেকে মুছে যায়।

ছোটদের জন্য তো হাতে লেখার অভ্যাস আরও বেশি জরুরি। পেন বা পেন্সিল ধরলে তাদের ভাষা ও অক্ষর চেনার ভিত অনেক শক্ত হয়। এমনকি কেউ যদি ট্যাবলেটের পর্দায় ডিজিটাল পেন দিয়েও লেখে, তাতেও খাতা-পেনের মতোই উপকার পাওয়া যায়।

এর মানে এই নয় যে টাইপ করা পুরোপুরি খারাপ। অফিসের দ্রুত কাজ বা বড় চিঠি লেখার জন্য টাইপিং ভীষণ দরকারি। তবে পড়াশোনা মনে রাখতে, বুদ্ধি ধারালো করতে কিংবা মাথার কার্যক্ষমতা বাড়াতে আজও খাতা-পেনের জুড়ি মেলা ভার।

তোয়ালে ভ্যাপসা গন্ধ কীভাবে দূর করবেন

স্নান সেরে নরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে কার না ভালো লাগে! কিন্তু কয়েকবার কাচার পরেই দেখা যায় তোয়ালে একদম খসখসে ও শক্ত হয়ে গিয়েছে এবং এক অদ্ভুত ভ্যাপসা গন্ধ ছাড়ছে। এই সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন সাধারণ সাদা ভিনিগার। স্নান সেরে নরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে কার না ভালো লাগে! কিন্তু কয়েকবার কাচার পরেই দেখা যায় তোয়ালে একদম খসখসে ও শক্ত হয়ে গিয়েছে এবং এক অদ্ভুত ভ্যাপসা গন্ধ ছাড়ছে। এই সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন সাধারণ সাদা ভিনিগার। ও বারবার ডিটারজেন্ট দিয়ে কাচার ফলে তোয়ালের সুতোর খাঁজে সাবান ও জলের খনিজ জমে যায়, যার কারণে তোয়ালে খসখসে লাগে। সাদা ভিনিগারে থাকা প্রাকৃতিক উপাদান সেই জমে থাকা পুরনো সাবানের আস্তরণ ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। ফলে তোয়ালে শুধু নরমই হয় না, আগের মতো দারুণভাবে জলও শুষে নিতে পারে।

বারবার ডিটারজেন্ট দিয়ে কাচার ফলে তোয়ালের সুতোর খাঁজে সাবান ও জলের খনিজ জমে যায়, যার কারণে তোয়ালে খসখসে লাগে। সাদা ভিনিগারে থাকা প্রাকৃতিক উপাদান সেই জমে থাকা পুরনো সাবানের আস্তরণ ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। ফলে তোয়ালে শুধু নরমই হয় না, আগের মতো দারুণভাবে জলও শুষে নিতে পারে।

তোয়ালে কাচার একদম শুরুতে ডিটারজেন্টের সঙ্গে ভিনিগার মেশানোর প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করতে চাইলে ওয়াশিং মেশিনের সফটনারের জায়গায়, অর্থাৎ কাপড় শেষবার জল দিয়ে ধোওয়ার সময় ভিনিগার ব্যবহার করতে পারেন। এতে কাপড়ে জমে থাকা ডিটারজেন্টের অবশিষ্টাংশ দূর করতে সাহায্য করতে পারে এবং ভ্যাপসা গন্ধও কমতে পারে।

তোয়ালে কাচার একদম শুরুতে ডিটারজেন্টের সঙ্গে ভিনিগার মেশানোর প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করতে চাইলে ওয়াশিং মেশিনের সফটনারের জায়গায়, অর্থাৎ কাপড় শেষবার জল দিয়ে ধোওয়ার সময় ভিনিগার ব্যবহার করতে পারেন। এতে কাপড়ে জমে থাকা ডিটারজেন্টের অবশিষ্টাংশ দূর করতে সাহায্য করতে পারে এবং ভ্যাপসা গন্ধও কমতে পারে। এই সহজ ঘরোয়া টোটকাটি রোজ রোজ বা প্রতিবার কাপড় কাচার সময় ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন নেই। মাসে মাত্র একবার সঠিক নিয়মে ভিনিগার দিয়ে তোয়ালে ধুয়ে নিলেই দারুণ কাজ দেয়। এর ফলে তোয়ালের সুতো অনেকদিন ভালো থাকে এবং স্যাঁতসেঁতে গন্ধের হাত থেকেও পুরোপুরি মুক্তি মেলে।

এই সহজ ঘরোয়া টোটকাটি রোজ রোজ বা প্রতিবার কাপড় কাচার সময় ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন নেই। মাসে মাত্র একবার সঠিক নিয়মে ভিনিগার দিয়ে তোয়ালে ধুয়ে নিলেই দারুণ কাজ দেয়। এর ফলে তোয়ালের সুতো অনেকদিন ভালো থাকে এবং স্যাঁতসেঁতে গন্ধের হাত থেকেও পুরোপুরি মুক্তি মেলে।

সাদা তোয়ালে পরিষ্কার রাখতে অনেকে ব্লিচ ব্যবহার করেন, তবে ব্লিচের সঙ্গে ভুলেও ভিনিগার মেশাবেন না। এই দুটো জিনিস একসঙ্গে মিশে গেলে ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হতে পারে, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই যে বার ব্লিচ দিয়ে কাপড় কাচবেন, সে বার ভিনিগার দেওয়া একদম বন্ধ রাখুন।

সাদা তোয়ালে পরিষ্কার রাখতে অনেকে ব্লিচ ব্যবহার করেন, তবে ব্লিচের সঙ্গে ভুলেও ভিনিগার মেশাবেন না। এই দুটো জিনিস একসঙ্গে মিশে গেলে ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হতে পারে, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই যে বার ব্লিচ দিয়ে কাপড় কাচবেন, সে বার ভিনিগার দেওয়া একদম বন্ধ রাখুন। ঘর পরিষ্কারের জন্য ভিনিগার আর বেকিং সোডা দারুণ হলেও কাপড় কাচার সময় দুটো একসঙ্গে মেশানো উচিত নয়। একসঙ্গে দিলে তাদের নিজস্ব গুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তোয়ালে ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না। দুর্গন্ধ বেশি থাকলে আগে বেকিং সোডা দিয়ে কাচুন, আর সবশেষে জল দিয়ে ধোওয়ার সময় ভিনিগার ব্যবহার করুন। ঘর পরিষ্কারের জন্য ভিনিগার আর বেকিং সোডা দারুণ হলেও কাপড় কাচার সময় দুটো একসঙ্গে মেশানো উচিত নয়। একসঙ্গে দিলে তাদের নিজস্ব গুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তোয়ালে ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না। দুর্গন্ধ বেশি থাকলে আগে বেকিং সোডা দিয়ে কাচুন, আর সবশেষে জল দিয়ে ধোওয়ার সময় ভিনিগার ব্যবহার করুন।

দামি রাসায়নিক পণ্য ব্যবহার না করেও সামান্য সাদা ভিনিগারের সাহায্যে তোয়ালেকে রাখা যায় একদম নতুনের মতো। এটি কাপড় নরম করার পাশাপাশি ভেজা ভ্যাপসা গন্ধও পুরোপুরি দূর করে দেয়। সহজ এই ঘরোয়া যত্নে প্রতিদিন স্নানের পর ফিরে পান একদম নরম ও আরামদায়ক অনুভূতি।

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মনে হয় পড়ে যাচ্ছেন, কেন এমন হয়

ঘুমাতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো, আপনি বুঝি পড়ে যাচ্ছেন। চমকে উঠলেন কিংবা কেঁপে উঠলেন। এমন ঘটনা কি আপনার সঙ্গেও ঘটেছে কখনো? বিষয়টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়েছিল স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের নিউরোমেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডা. ইসরাত জেরিন আলম-এর কাছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন রাফিয়া আলম

ঘুমের সময় অনেকেরই হঠাৎ মনে হয়, পড়ে যাচ্ছি। শরীরের পতন ঠেকাতে তখন নড়েচড়ে বা কেঁপে ওঠে হাত-পা। সাধারণত শরীরের যেকোনো একটা পাশ নড়ে ওঠে।এই নড়াচড়ায় ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এমন ঘটনাটাকে বলা হয় 'হিপনিক জার্ক'।এমন অবস্থায় চমকে গিয়ে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। অস্বস্তি হতে পারে।শোয়া অবস্থায় হিপনিক জার্ক হলেও ওই সময় কারও মনে হতে পারে, তিনি হয়তো দাঁড়ানো অবস্থা থেকেপড়েযাচ্ছেন।কিংবা তিনি হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছেন। একটা স্বপ্নের মতো আবেশের মধ্যে থাকতে পারেন তিনি ওই মুহূর্তে। তবে সেটা ঠিক স্বপ্ন নয়; বরং হ্যালুসিনেশন (ভ্রম)। কখনো কখনো দেখা যায়, হিপনিকজার্কেব্যক্তির ঘুম না ভাঙলেও শরীরের এই আকস্মিক নড়াচড়া টের পেয়ে চমকে ওঠে পাশে থাকা মানুষটা। বিষয়টা আদতে কীপৃথিবী ব্যাপী বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, হিপনিক জার্ক মস্তিষ্কের 'মিসফায়ার'-এর জন্য ঘটে। বিষয়টা একটু সহজভাবে বুঝিয়ে বলা যাক।

ঘুমানোর সময় আমাদের শরীরের পেশিগুলো শিথিল অবস্থায় থাকে। মস্তিষ্কও বিশ্রাম পায়। তবে ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি সময়ে শরীর যখন শিথিল হতে শুরু করে, তখন মস্তিষ্কের কিছু অংশ (বিশেষ করে রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম, যা পেশির নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে) পুরোপুরিভাবে ঘুমের সংকেত না-ও পাঠাতে পারে।

এ সময় শরীর শিথিল হওয়াকে 'পতন' বা বিপদের সংকেত হিসেবে ভুল ব্যাখ্যা করে মস্তিষ্ক পেশিকে সংকুচিত হতে নির্দেশ দেয়। এটাই হিপনিক জার্ক।

অর্থাৎ মস্তিষ্ক শরীরকে রক্ষা করার জন্যই সংকেত পাঠাল বা 'ফায়ার' করল। তবে এটা 'মিসফায়ার'। এই 'ফায়ার'-এর আদতে কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, শরীর বিছানাতে নিরাপদেই আছে।

কেন হয় হিপনিক জার্কের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। গবেষণার ফলাফল বলছে, মোটামুটিভাবে ৭০ শতাংশ মানুষেরই জীবনে কখনো না কখনো হিপনিক জার্ক হয়েছে। সাধারণত শৈশবের চেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাওয়ার পরই এ ঘটনা বেশি ঘটে। তবে সেটা মস্তিষ্কের কোনো বয়সজনিত পরিবর্তনের কারণে নয়।

মস্তিষ্কের বিশ্রামে বাধা হয়ে দাঁড়ানো যেসব বিষয়ের কারণে হিপনিক জার্কের সম্ভাব্যতা বাড়তে পারে মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা

ঘুমের ঘাটতি, ঘুমের আগে ভারী ব্যায়াম, নিকোটিন অ্যালকোহল, অতিরিক্ত ক্যাফেইন বা ঘুমের আগে ক্যাফেইন, হিপনিক জার্ক হলে কী করবেন হিপনিক জার্ক হলে মস্তিষ্ক বা শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। তবে বিষয়টা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই হিপনিক জার্ক কমানোর চেষ্টা করতে পারেন। পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে প্রায়ই এমন হলে এসব বিষয় খেয়াল রাখুন মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তা কমাতে চেষ্টা করুন। ইতিবাচক চিন্তা করুন। ঘুমের আগে ধ্যান করতে পারেন, হালকা ধরনের বই পড়তে পারেন, কুসুম গরম জলে স্নান করতে পারেন, পোশাক বদলে নেওয়াও ভালো।

রোজ একই সময়ে ঘুমাতে এবং উঠতে চেষ্টা করুন, এমনকি ছুটির দিনেও। খেয়াল রাখুন, ঘুমের সময় ঘর যেন অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে না থাকে।

নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। তবে ঘুমের আগে ভারী ব্যায়াম না করাই ভালো। ধূমপান এবং অ্যালকোহল গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ করবেন না। ঘুমের আগে ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, কেবল চা-কফিতেই নয়, এনার্জি ড্রিংক এবং চকলেটেও ক্যাফেইন থাকে। হিপনিক জার্ক হলে মস্তিষ্ক বা শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। তবে বিষয়টা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেছবি: সাবিনা ইয়াসমিন কখন যাবেন চিকিৎসকের কাছে

ঘুমের মধ্যে হিপনিক জার্ক ছাড়া যদি অন্য ধরনের নড়াচড়া বা খিঁচুনি হয়। ঘুমের সময় ছাড়া অন্য সময়ও অর্থাৎ জেগে থাকা অবস্থাতেও যদি শরীরের কোনো পেশি কেঁপে ওঠে বা নড়ে ওঠে। ঘুমের মধ্যে যদি কেউ চিৎকার করেন, ধস্তাধস্তি করেন, পাশের মানুষটাকে আঘাত করেন, কোনো কিছু খাওয়ার চেষ্টা করেন কিংবা অন্য কোনো অস্বাভাবিক কাজ করেন।

প্রতিদিন ১৭ মিনিট বাইরে থাকুন

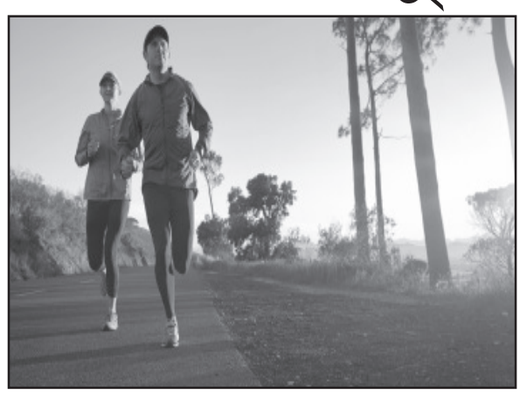

দিনটা যদি এমন হয় বিছানা, অফিস, আবার বাড়ি, তারপর সোফা, সেখান থেকে বিছানা; তাহলে যতটুকু দরকার তার চেয়েও বেশি সময় ঘরের ভেতর কাটাচ্ছেন। সম্প্রতি মার্কিন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব অপরাহউইনফ্রে চিকিৎসক ড. জন লা পুমার সঙ্গে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। আধুনিক জীবনে ঘরের ভেতর বেশি সময় কাটানোর বিষয়টিকে তিনি 'ইনডোর এপিডেমিক' বলছেন। এটি জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি করে ফেলছে আমাদের অজান্তেই। সমাধানে তাঁর সহজ পরামর্শপ্রতিদিন অন্তত ১৭ মিনিট বাইরে কাটান। রয়া মুনতাসীর বাইরে ১৭ মিনিট থাকলেই সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে বা ঘুম ঠিক হয়ে যাবে, গবেষণা কিন্তু এমন কিছু বলছে না। তবে নিয়মিত প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকাটা মানসিক স্বস্তির সঙ্গে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ দিনের প্রায় ৯৩ শতাংশ সময় ঘরের ভেতরেই কাটায়। বাড়ি, অফিস কিংবা যাতায়াতসব মিলিয়ে দিনের বড় একটা সময় কেটে যায় চারদেয়ালের মধ্যে। এতে প্রকৃতির আলো, খোলা বাতাস, হাঁটাচলা ও গাছপালার কাছাকাছি থাকার সুযোগও কমে যায়। ইতালির বংশোদ্ভূত মার্কিন বোর্ড- সার্টিফায়েড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (ইন্টারনিস্ট), প্রশিক্ষিত শেফ এবং প্রকৃতিবান্ধব পদ্ধতিতে চাষ করা কৃষক ড. লা পুমার নতুন বই 'ইনডোর এপিডেমিক'-এ ঘরের ভেতর বেশি সময় কাটানোর সঙ্গে ঘুম, মনোযোগ ও মানসিক চাপের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর খাবার ও জীবনযাপনের সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যোগসূত্র নিয়ে কাজের জন্য লা পুমা সুপরিচিত। তাঁকে 'কালিনারি মেডিসিন' বা খাদ্যভিত্তিক চিকিৎসা ধারণার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে ধরা হয়। ড. লা পুমার মতে, দিনের বেশির ভাগ সময় ঘরের ভেতর কাটালে প্রাকৃতিক আলো, শরীরচর্চা ও প্রকৃতির সংস্পর্শএই তিনটি পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। অথচ এসব আমাদের মন-মেজাজ এবং সামগ্রিকভাবে ভালো থাকার সঙ্গে যুক্ত। তবে সমাধানের জন্য বড় কোনো পরিবর্তনের দরকার নেই। প্রতিদিন শুধু একটু সময়ের জন্য বাইরে বের হওয়া প্রয়োজন।

১৭ মিনিট কেন? সব সমস্যারই সমাধান আছে, আর এটির সমাধান বেশ সহজ। এর জন্য হঠাৎ ভোরে উঠে পাহাড়ে হাঁটতে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে না! শুধু ঘরের বাইরে বের হতে হবে। সেটাও ১৭ মিনিটের জন্য। এই ১৭ মিনিটের পরামর্শের পেছনে গবেষণাও আছে। ২০১৯ সালে 'সায়েন্টিফিক রিপোর্টস'-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় ইংল্যান্ডের প্রায় ২০ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা যায়, সপ্তাহে অন্তত ১২০ মিনিট সময় প্রকৃতির মধ্যে কাটানো মানুষদের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিকভাবে ভালো থাকার অনুভূতি তুলনামূলক বেশি। সারা দিন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার মাঝে একটু বিরতি নিন। ফোন নামিয়ে বাইরে বের হন। আকাশ দেখুন, গাছ দেখুন, একটু হাঁটুন। শুরুটা হোক ১৭ মিনিট দিয়েছবি: কবির হোসেন সপ্তাহে ২০০ থেকে ৩০০ মিনিটের কাছাকাছি গেলে উপকারের মাত্রা খুব একটা বাড়েনি। আর এই ১২০ মিনিট একবারে কাটাতে হবে, এমনও নয়; সপ্তাহজুড়েই ভাগ করে নেওয়া যাবে সময়টি। এবার ১২০ মিনিটকে সাত দিনে ভাগ করুন। হিসাব করলে প্রতিদিন দাঁড়ায় ১৭ মিনিটের একটু বেশি। ড. লা পুমার প্রতিদিন ১৭ মিনিট বাইরে থাকার পরামর্শের ভিত্তিটা এসেছে এখান থেকেই।

তবে অফিস থেকে পার্কিংয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিটকে হিসাবের মধ্যে ফেললে চলবে না! উদ্দেশ্য হলো, ইচ্ছা করেই দিনের কিছুটা সময় বাইরে কাটানো। সম্ভব হলে গাছপালা, খোলা আকাশ বা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে হবে। ১৭ মিনিট কীভাবে কাটাবেন? এর জন্য আলাদা কোনো রুটিন বানানোর দরকার নেই। সকালের চা বারান্দায় বসে খেতে পারেন। ফোনে কথা বলার সময় একটু হাঁটতে পারেন। দুপুরের বা রাতের খাবারের পর ৫-১০ মিনিট বাইরে হাঁটুন। পার্কে বসে বই পড়তে পারেন। গাছপালার পাশে বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারেন।

ছাদেও যেতে পারেন। ১৭ মিনিট কোনো জাদুকরি সংখ্যা নয়। বাইরে ১৭ মিনিট থাকলেই সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে বা ঘুম ঠিক হয়ে যাবে, গবেষণা কিন্তু এমন কিছু বলছে না। তবে নিয়মিত প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকাটা মানসিক স্বস্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। সারা দিন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার মাঝে একটু বিরতি নিন। ফোন নামিয়ে বাইরে বের হন। আকাশ দেখুন, গাছ দেখুন, একটু হাঁটুন। শুরুটা হোক ১৭ মিনিট দিয়ে।

সূত্র: বাজার ইন্ডিয়া

মুগ-মুসুর নাকি রাজমা, কোন ডালে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন

নিরামিষ হোক বা আমিষ, পাতে ডাল থাকা চাই। মাছ-মাংস না হলেও চলে। সব্জির তরকারি আর ডাল দিয়েই ভাত খাওয়া হয়ে যায়। রোগা হতে গেলেও পাতে ডাল রাখতে হবে। কারণ এই খাবার উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎস। কিন্তু কোন ডালে কতটা প্রোটিন রয়েছে, তা কি জানেন?

কোন ডালে কত গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়? ১০০ গ্রাম বিউলির ডাল: ২৫.২১ গ্রাম প্রোটিন ১০০ গ্রাম মুসুর ডাল: ২৪.৬৩ গ্রাম প্রোটিন ১০০ গ্রাম মুগ ডাল: ২৩.৮৬ গ্রাম প্রোটিন ১০০ গ্রাম রাজমা: ২২.৫৩ গ্রাম প্রোটিন ১০০ গ্রাম ছোলার ডাল: ২০.৪৭ গ্রাম প্রোটিন তা হলে কোন ডাল বেশি খাওয়া উচিত? বিউলির ডালে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন রয়েছে। মুসুর ডালেও প্রোটিনের পরিমাণ কম নয়। তবে দুই ডালের উপকারিতা আলাদা। মুসুর ডাল লিভারের জন্য ভালো। আবার বিউলির ডাল শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে এবং বাতের সমস্যা কমায়। রক্ত সঞ্চালনেও সাহায্য করে বিউলির ডাল। তবে সহজপাচ্য খাবার হিসেবে মুসুর ডালই বেছে নেওয়া উচিত।

বাকি ডালগুলো কি খাবেন না? বিউলির ডাল ও মুসুর ডালে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। কিন্তু ডালে যে একেবারেই প্রোটিন নেই, এমনটা নয়। তা ছাড়া রোজ এক ধরনের ডাল খেতে কারওই ভালো লাগে না। এই সব ধরনের ডালই আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাতে রাখতে পারেন। ডাল খেলেই কি প্রোটিনের ঘাটতি মিটে যাবে? ডাল একমাত্র প্রোটিনের উৎস নয়। তা ছাড়া প্রোটিনের পাশাপাশি বাকি পুষ্টির দিকেও নজর দেওয়া দরকার। যদিও ডালের মধ্যে আয়রন, ফাইবার পাওয়া যায়। তবে সব সময়ে ব্যালান্ড ডায়েটের উপরই জোর দেওয়া দরকার। তাই পাতে এক বাটি ডালের পাশাপাশি সব্জির তরকারি, মাছ-মাংস বা ডিমের পদ রাখতে পারেন। নিরামিষ খেলে পনিরও খেতে পারেন।

১. কোন ডালে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে? বিউলির ডালে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে, ১০০ গ্রামে প্রায় ২৫.২১ গ্রাম। ২. মুসুর ডালে কতটা প্রোটিন রয়েছে? ১০০ গ্রাম মুসুর ডালে প্রায় ২৪.৬৩ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। ৩. রোগা হওয়ার ডায়েটে ডাল রাখা উচিত? হ্যাঁ, ডাল উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ও ফাইবারের ভালো উৎস, যা পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে। ৪. শুধু ডাল খেলেই কি প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে? না। প্রোটিনের পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টির জন্য সুষম খাদ্য প্রয়োজন। ৫. রোজ কি একই ডাল খাওয়া উচিত? না। বিভিন্ন ধরনের ডাল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলে নানা ধরনের পুষ্টি পাওয়া যায়।

ছয় মাস ধরে পুষ্টিকর খাবারের বরাদ্দ বন্ধ, সংকটে শিশু ও প্রসূতি মায়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ আগস্ট: উত্তর জেলার ধর্মনগর শহরের পূর্ব চন্দ্রপুর এলাকার ধর্মনগর পুর পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অভিযোগ, প্রায় ছয় মাস ধরে পুষ্টিকর খাবারের জন্য সরকারি বরাদ্দের অর্থ না আসায় চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন তাঁরা। এর ফলে কেন্দ্রের শিশু ও মায়েদের নির্ধারিত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি, সরকারি বরাদ্দ না পেলেও এতদিন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং স্থানীয় দোকান থেকে বাকিতে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে পরিষেবা সচল রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া জমে যাওয়ায় এখন দোকানদাররাও আর বাকিতে খাদ্যসামগ্রী দিতে চাইছেন না। কর্মীদের অভিযোগ, কারও চার মাস, কারও পাঁচ মাস এবং কারও ক্ষেত্রে প্রায় ছয় মাসের টাকা বকেয়া রয়েছে।

শুধু পুষ্টিকর খাবারের বরাদ্দ নয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কর্মীদের অভিযোগ, কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ, শৌচাগার এবং পর্যাপ্ত রান্নার ব্যবস্থা নেই। বর্ষার সময় ভাঙা ছাদ দিয়ে জল পড়ায় শিশুদের নিয়ে কেন্দ্র পরিচালনা করতেও সমস্যায় পড়তে হয়। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত বকেয়া অর্থ মিটিয়ে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। একই সঙ্গে কেন্দ্রটির পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানেরও দাবি উঠেছে।

মহিলা কলেজে নেশা মুক্ত ভারত অভিযান এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার উপর সমন্বিত যোগাযোগ এবং আউটরিচ কর্মসূচী

আগরতলা, ২৭ আগষ্ট ।। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ ''সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন'' - এর আগরতলাস্থিত ফিল্ড অফিসের উদ্যোগে ২৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে পশ্চিম ত্রিপুরার আগরতলাস্থিত উইমেনস কলেজে ''নেশা মুক্ত ভারত অভিযান'' এবং ''ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩''-এর বিষয়বস্তুর ওপর একটি সমন্বিত যোগাযোগ ও জনসংযোগ কর্মসূচির (ন্যাশনাল কমিউনিকেশন অ্যান্ড আউটরিচ প্রোগ্রাম) আয়োজন করা হয়।

পশ্চিম ত্রিপুরার এডিএম ও কালেক্টর অসিত কুমার দাস এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা উইমেনস কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতি সঞ্চিতা রিয়াং; তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সহকারি অধিকর্তা দেবাশিস লোধ এবং উইমেনস কলেজের শিক্ষক পরিষদের সচিব তাপসী দাস।

সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে শ্রী অসিত কুমার দাস তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়, বিশেষ করে মদ্যপান ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ক্ষতিকর মাত্রায় মদ্যপান বা মদের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে ৫ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষের সহায়তার প্রয়োজন। পাশাপাশি ওপিওড বা আফিমজাতীয় মাদকের সমস্যার কারণে প্রায় ৭৭ লক্ষ মানুষের সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি এই পরিসংখ্যানকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে অভিহিত করেন এবং এই সমস্যা মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন।

তিনি আরও জানান, ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট ''নেশা মুক্ত ভারত অভিযান'' শুরু হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ''ঝুঁকিপূর্ণ জেলা'' হিসেবে চিহ্নিত ২৭২টি জেলায় এই অভিযান শুরু করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও একটি স্বাস্থ্যকর ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সারা দেশের সমস্ত জেলায় এর পরিধি বিস্তার করা হয়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, উইমেনস কলেজের অধ্যক্ষা সঞ্চিতা রিয়াং তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আইনি সচেতনতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। একই কলেজের ছাত্রী থাকাকালীন সময়ের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা বা সচেতনতার অভাব একসময় তাঁকে এ বিষয়ে ভীত করে তুলেছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, আইনের উদ্দেশ্য মানুষকে ধ্বংস করা নয়, বরং তাদের সুরক্ষা দেওয়া, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং সঠিক পথে পরিচালিত করা। তিনি শিক্ষার্থীদের আইন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে এবং নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে আহ্বান জানান।

বিশেষ বক্তা দেবাশিস লোধ ''নেশা মুক্ত ভারত অভিযান'' এবং ''ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩''-এর তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ওপর মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিশদ তুলে ধরেন এবং মাদক-মুক্ত ভারত গঠনে যুবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মাদক অপব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে এবং সুস্থ ও গঠনমূলক জীবনধারা অনুসরণে উৎসাহিত করেন।

''ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'' প্রসঙ্গে শ্রী লোধ নাগরিক, বিশেষ করে তরুণদের জন্য এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান বিধানগুলো বোঝার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নারী ও শিশুদের সুরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে গৃহীত বিধানগুলোর কথা তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন যে, অনেক বিধান আরও সহজবোধ্য ও সরলীকৃতভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধানের ওপরও তিনি বিশেষ জোর দেন।

আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে একটি উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক মাত্রা যোগ করতে, আসামের করিমগঞ্জের একটি নিবন্ধিত সাংস্কৃতিক দল ''সপ্তর্ষি কলা কেন্দ্র'' অনুষ্ঠানের মূল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নৃত্য ও নাটক পরিবেশন করে। তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে মাদক অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং একটি সুস্থ ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠনের বার্তা তুলে ধরা হয়।

উইমেনস কলেজের সমাজবিজ্ঞান, ককবরক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রাণিবিদ্যা, শিক্ষা, দর্শন, ইংরেজি, ভূগোল, হিন্দি, গণিত, অর্থনীতি, বাংলা ও সংস্কৃত- সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এই ''ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেশন অ্যান্ড আউটরিচ প্রোগ্রাম''-এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

সাব্রুমে 'খেলো ইন্ডিয়া যুবা সংযোগ' কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বার্তা শুনলেন পড়ুয়ারা

সাব্রুম, ২৭ আগস্ট: সাব্রুমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কলেজের স্মার্ট ক্লাসরুমে 'বিকশিত ভারত যুব সংযোগ' কর্মসূচির আওতায় 'খেলো কি বাত, পিএম মোদীর সঙ্গে' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে দেশব্যাপী এই কর্মসূচির মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশের যুবসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে যুক্ত করার বার্তা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম মহকুমার স্পোর্টস অফিসার জিমি দেববর্মা, কলেজের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ড. অরূপ পাটারী, অতিথি অধ্যাপিকা তথা গত বছর দক্ষিণ জেলার ওপেন এনএসএস-এ পুরস্কৃত স্বেচ্ছাসেবিকা ঊর্মিলা দে, দক্ষিণ জেলার খেলো ইন্ডিয়া জুডো কোচ চিরঞ্জীত দাস, দক্ষিণ জেলার মাই ভারত স্বেচ্ছাসেবক দেবাশিস চাকমা, কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ।

এদিনের কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'নেশামুক্ত যুব, বিকশিত ভারত'। তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সি গ্রামীণ ও শহুরে যুবকদের দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাই ছিল এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

জাতীয় ক্রীড়া দিবস এবং হকির কিংবদন্তি মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'খেলো ইন্ডিয়া যুবা সংযোগ' কর্মসূচিতে ভার্চুয়ালি দেশের যুবসমাজের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কলেজের স্মার্ট ক্লাসরুমে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অতিথিরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেন।

বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও ক্রীড়াক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলির পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেন। ২০৩৬ সালের অলিম্পিক গেমস আয়োজনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ক্রীড়াক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। দেশের ১, ৬০০-রও বেশি স্থানে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক যুবকের অংশগ্রহণের প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যুবকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মতবিনিময় করেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে অবগত হন। অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত অতিথিরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে খেলাধুলা, যুবসমাজের ভূমিকা এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

৩০ আগস্ট উমাকান্ত একাডেমি অ্যালামনির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম উমাকান্ত একাডেমির প্রাক্তনীদের সংগঠন 'উমাকান্ত একাডেমি অ্যালামনি'র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৩০ আগস্ট, রবিবার।

উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সম্মেলনের মূল কর্মসূচি। অ্যালামনি সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্মেলনে উমাকান্ত একাডেমির বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবেন।

সম্মেলনে সংগঠনের বিগত দুই বছরের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি আগামী দুই বছরের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করা এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে অ্যালামনিদের সম্পর্ক আরও নিবিড় করার লক্ষ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দাবিহীন পুরুষ মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref : G.B Top GDE No-24, Dated : 23/08/2026

পাশের ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষের মৃতদেহ। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। উচ্চতা-৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। গায়ের রং- শ্যামলা, মুখমন্ডল-গোলাকার, চুল-কালো। গত ২৩-০৮-২০২৬ ইং সকাল বেলা ১১টা ১০ মিনিটে জিবিপি হাসপাতালের লন্ড্রি হাউসের কাছে পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়। বর্তমানে মৃত দেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরণ করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতদেহ দাবি করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পঃ ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/ ১০০
৩। এন সি সি থানা - ০৩৮১-২৪১০০১০ / ৯৪৩৬৭৭৩৫৭৩

ICA/D-884/26

Sd/-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম সুপার

PNIe-T NO:-21/EE-1/2026-27, Dated 25/08/2026

The Eve Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 02-09-2026 for 05 (Five) nos. Construction / Maintenance works. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7005317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-1762/26

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

পরিচিতি জানাতে অনুরোধ

ধর্মনগর থানার জিডি এন্ট্রি নং-১৬, তারিখ ২৫/০৮/২০২৬-এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২৫/০৮/২০২৬ তারিখে প্রায় ৪০ বছর বয়সী এক অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষ ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মৃতদেহটি বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে সংরক্ষিত রয়েছে।

মৃত ব্যক্তির বিবরণ:
নাম: পবন মুন্ডা (প্রাথমিকভাবে জানা)। **বয়স:** প্রায় ৪০ বছর। **ঠিকানা:** অজ্ঞাত। **উচ্চতা:** প্রায় ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। **গায়ের রং:** কালচে। **গঠন:** রোগা। **মুখ:** লম্বাটে। **চুল:** কালো। **দাড়ি:** নেই। **পরিধেয়:** অজ্ঞাত

উক্ত ব্যক্তিকে কেউ চিনতে পারলে অথবা তাঁর পরিচয়/আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা থাকলে অবিলম্বে নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধর্মনগর থানা: 6009905083
তদন্তকারী অফিসার, ধর্মনগর থানা: 9862027017
পুলিশ সুপার, উত্তর ত্রিপুরা: 03822-234411

ICA/D/885/26

P'NIeT No.:- 92/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Dated:- 25/08/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No.	54/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Estimated cost:	Rs.17,24,366.00
Time of Completion:	01(one) year
Last date and time of submission of bid:	07/09/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

ICA/C/1774/26

মতবিনিময় সভা

● **আটের পাতার পর** সাফল্য অর্জনকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কুহেলি দেববর্মা বলেন, খেলো ইন্ডিয়া ছেলে-মেয়েদের সামনে নতুন দিশা খুলে দিয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। যুবসমাজকে খেলাধুলার মাধ্যমে একসূত্রে বেঁধে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সকলেরই ভূমিকা রয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তারা চান, ছাত্রছাত্রীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করুক। একইসঙ্গে নেশামুক্ত ভারত গড়ার ক্ষেত্রেও খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার সোনালী চক্রবর্তী, এনএসএস অফিসার রাজু পালসহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শেষে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জনকারী খেলোয়াড়দের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়।

মিছিল ও ডেপুটেশন

● **আটের পাতার পর** সভা চলাকালীন দিনমজুর ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল বিলোনিয়া মহকুমা খাদ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। তাঁদের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে রেশনসামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু করা।

ডেপুটেশন শেষে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান, মহকুমা খাদ্য আধিকারিক তাঁদের দাবিগুলি শুনেছেন এবং বিষয়গুলি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিনিধি দল হিসেবে ডেপুটেশন প্রদান করেন দিনমজুর ইউনিয়নের মহকুমা সম্পাদক আশীষ দত্ত, প্রমোদ দেবনাথ, বিপ্লব ভূঁইয়া ও বাবুল শীল।

এদিন দিনমজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সিপিআইএম নেতা বাসুদেব মজুমদার, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, শ্রমিক নেতা ত্রিলোকেশ সিনহা, কাজল দাস, মানব রায়, যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, গৌতম সেনসহ অন্যান্যরা।

গান্ধীগ্রামে হতদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে চুরি, ছেলের শখের বাইক নিয়ে চম্পট চোরের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: গান্ধীগ্রাম এলাকায় এক হতদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে পরিবারের ছেলের শখের একটি বাইক চুরি করে পালিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনায় আতঙ্কের পাশাপাশি চরম হতাশায় ভুগছে পরিবারটি।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালে ছেলে দীপ্তনু সাহার কলেজে যাতায়াতের জন্য বহু কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করে একটি বাইক কিনে দেওয়া হয়। কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর বর্তমানে কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন দীপ্তনু। তিনি বর্তমানে গুজরাটে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

পরিবারের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার ভোররাত আনুমানিক ২টা থেকে ৩টের মধ্যে চোরের দল বাড়িতে প্রবেশ করে। প্রথমে বাড়ির ওয়ালটপক ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করা হয়। পরে শাবল দিয়ে বাইকের লক ভেঙে ফেলে চোরেরা। এরপর বাড়ির গেট ভেঙে বাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।

চুরি যাওয়া বাইকটির মালিক দীপ্তনু সাহা, পিতা মৃদুল সাহা। পরিবারের দাবি, বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ছেলের জন্য কেনা বাইকটি তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ছেলের শখের বাইকটি চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্যামেরার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন দীপ্তনুর মা ঝরনা পাল সাহা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং দ্রুত বাইকটি উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। গান্ধীগ্রাম নিবাসী প্রদীপ পালের বাড়িতেই এই চুরির ঘটনা ঘটে। একই বাড়িতে থাকেন তাঁর স্ত্রী ঝরনা পাল সাহা।ঘটনার পর থেকেই পরিবারটির মধ্যে আতঙ্ক ও হতাশা তৈরি হয়েছে। এখন পুলিশের তদন্তে চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার হয় কি না এবং এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27 Dt. 18-08-2026

The Executive Engineer, Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD (R & B), Gakulnagar, Sepahijala District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD or CPWD/MES/Railway [Eligibility criteria as per SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Critèria] for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 17/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 23,60,210.00	₹ 47,204.00	100 (One Hundred) days
2.	DNIeT No: 18/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 19,85,399.00	₹ 39,708.00	100 (One Hundred) days
3.	DNIeT No: 19/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 13,99,583.00	₹ 27,992.00	45 (Forty Five) days
4.	DNIeT No: 20/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 15,69,977.00	₹ 31,400.00	100 (One Hundred) days
5.	DNIeT No: 21/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 12,55,286.00	₹ 25,106.00	100 (One Hundred) days
6.	DNIeT No: 22/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 24,25,972.00	₹ 48,519.00	100 (One Hundred) days
7.	DNIeT No: 23/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 15,87,639.00	₹ 31,753.00	60 (Sixty) days
8.	DNIeT No: 24/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 23,75,768.00	₹ 47,515.00	100 (One Hundred) days
9.	DNIeT No: 25/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 24,23,067.00	₹ 48,461.00	100 (One Hundred) days
10.	DNIeT No: 26/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 21,65,720.00	₹ 43,314.00	100 (One Hundred) days
11.	DNIeT No: 27/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 24,24,864.00	₹ 48,497.00	180 (One Hundred Eighty) days
12.	DNIeT No: 28/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 24,23,420.00	₹ 48,468.00	180 (One Hundred Eighty) days
13.	DNIeT No: 29/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 24,25,497.00	₹ 48,510.00	120 (One Hundred Twenty) days
14.	DNIeT No: 30/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27	₹ 24,24,270.00	₹ 48,485.00	120 (One Hundred Twenty) days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 31-08-2026
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 31-08-2026
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
•Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-1767/26

(Er. P. S. Banik)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B)
Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

অর্থনৈতিক রূপান্তরের মাধ্যমে জনকল্যাণই ডাবল-ইঞ্জিন সরকারের লক্ষ্য: মুখ্যমন্ত্রী অধিকারী

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (আইএএনএস): রাজ্যের অর্থনৈতিক রূপান্তরের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করাই নতুন 'ডাবল-ইঞ্জিন' সরকারের একমাত্র লক্ষ্য বলে বৃহস্পতিবার জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে বড় বিনিয়োগ আনা এবং ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতিদের সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

কলকাতার উত্তর প্রান্তে নিউ টাউনে একটি জাতীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর নতুন তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রূপান্তরের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করাই নতুন ডাবল-ইঞ্জিন সরকারের লক্ষ্য। আর অর্থনৈতিক রূপান্তরের সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে রাজ্যে বড় বিনিয়োগ আনার জন্য বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতিদের প্রয়োজন মেটাতে দুই হাত বাড়িয়ে সহযোগিতা করতে আমি প্রস্তুত।"

নতুন তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রটি প্রায় ৫, ৮০০ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর লক্ষ্য শুধু রাজ্য থেকে প্রতিভাবানদের অন্যত্র চলে যাওয়া আটকানো নয়, কর্মসংস্থানের জন্য বাইরে চলে যাওয়া বাংলার দক্ষ ও মেধাবী যুবকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনা বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এমনকি বিদেশে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের উচ্চদক্ষ ও প্রতিভাবান যুবকদের একদিন রাজ্যে ফিরে আসার পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ফিরে আসুন। এখানে ডাবল-ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নতুন তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন এই বার্তাই দিয়েছে যে শিল্পবান্ধব ও শিল্পোন্নত রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের এখনও সুযোগ রয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্যে কর্মসংস্থান তৈরিতে ডাবল-ইঞ্জিন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বড় বিনিয়োগের পাশাপাশি ছোট শিল্পোদ্যোগগুলিকেও সরকার সহায়তা করবে। আগামী দিনে রাজ্যে আরও বিনিয়োগ আসবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিভা ও দক্ষ জনশক্তির বাইরে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার রাজ্যের যুবকদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। তাঁর কথায়, রাজ্যে দক্ষ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষের কোনও অভাব নেই। তবে আগের সরকার যোগ্য যুবকদের প্রাপ্য সম্মান ও সুযোগ দিতে পারেনি।

এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যুবকদের আর কর্মসংস্থানের জন্য বাইরে যেতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনে ডাবল-ইঞ্জিন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং রাজ্যে আরও বিনিয়োগ আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জাপান সফরে বৃহত্তর বিনিয়োগ ও শক্তিশালী শিল্প অংশীদারিত্বের আহ্বান পীযূষ গোয়েলের

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (আইএএনএস): জাপান সফরে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল দুই দেশের মধ্যে আরও বেশি বিনিয়োগ, শক্তিশালী শিল্প অংশীদারিত্ব এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, তাঁর এই সফর ভারত-জাপানের বিশেষ কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও শিল্প সহযোগিতায় নতুন গতি দিয়েছে।

টোকিও, নাগোয়া ও ওসাকায় একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে গোয়েল তাঁর সরকারি জাপান সফর শেষ করেছেন। সফরের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে জাপানি বিনিয়োগ বাড়ানো, শিল্প অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা এবং উদীয়মান ও কৌশলগত ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ।

সফরকালে গোয়েল জাপান সরকারের শীর্ষ আধিকারিক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ৩০টিরও বেশি বড় জাপানি সংস্থার শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আলোচনায় বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও স্থিতিশীল করা, প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং দুই দেশের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নতুন সহযোগিতার সুযোগ তৈরির বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়।

ভারতে দীর্ঘমেয়াদি জাপানি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ছিল সফরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। গোয়েল এমইউএফজি, মিজুহো, নোমুরা, নিপ্পন লাইফ, ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ জাপান এবং মরগান স্ট্যানলি এমইউএফজি সিকিউরিটিজ-সহ একাধিক শীর্ষ জাপানি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ভারতের পরিকাঠামো, উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং আর্থিক ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় আরও বেশি পুঁজি প্রবাহের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।

এছাড়াও গোয়েল বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক রাউন্ডটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। সেখানে জাপানি ও ভারতীয় সংস্থাগুলি ভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সরবরাহকারী সংস্থা এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের নির্দিষ্ট সুযোগ চিহ্নিত করার বিষয়ে আলোচনা করে।

সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রেও ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরেন গোয়েল। তিনি জানান, ২০৩২ সালের মধ্যে ভারতে সেমিকন্ডাক্টরের চাহিদা ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছতে পারে। এই ক্ষেত্রে চিপ ডিজাইন, সেমিকন্ডাক্টর যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, ফ্যাব্রিকেশন, এটিএমপি/ওএসএটি, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদএই ছয়টি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে সরকারের কৌশল তুলে ধরেন তিনি।

জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী আকাজাওয়া রিয়োসেইয়ের পাশাপাশি জেট্রো, জেবিআইসি এবং জাইকা-র শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন গোয়েল। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল, উৎপাদন, প্রযুক্তি, পরিকাঠামো এবং ভারতের উন্নয়নে জাপানি সংস্থাগুলির আরও বেশি অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা হয়।

নাগোয়ায় 'ইন্ডিয়া-জাপান নেক্সট জেনারেশন ইকোনমিক পার্টনারশিপ' রোডশোতেও বক্তব্য রাখেন গোয়েল। চুকেরেন ও অন্যান্য শীর্ষ ব্যবসায়িক সংগঠনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চুবু অঞ্চলের ৮০টিরও বেশি জাপানি সংস্থা অংশ নেয়। অটোমোবাইল, মহাকাশ, মেশিন টুলস, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স, অটো কম্পোনেন্ট এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়।

সরকারের মতে, গোয়েলের এই সফর ভারতের উৎপাদন, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে জাপানের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোর পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি আরও মজবুত করেছে।

ওভারহেড ট্যাংক থেকে মরণঝাঁপ

● **প্রথম পাতার পর** ওভারহেড ট্যাংকের ওপর এক যুবতীকে দেখতে পান। বিষয়টি তিনি প্ল্যান্টের অন্যান্য কর্মীদের জানান। এরপর কয়েকজন কর্মী মিলে যুবতীকে নিচে নেমে আসার জন্য ডাকতে থাকেন।
তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আচমকাই ওই যুবতী ট্যাংকের ওপর থেকে নিচে পড়ে যান। ঘটনায় প্ল্যান্ট চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে অভয়নগর আউটপোস্টের পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মৃতার নাম চিত্রাঙ্কা হাজারিকা। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড এলাকায়। তাঁর বাবা গোপীনাথ হাজারিকা বিজেপির ১৫ নম্বর বুথের সভাপতি। প্ল্যান্টের মূল গেটে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন রয়েছে। তা সত্ত্বেও কীভাবে যুবতী প্ল্যান্টের ভিতরে ঢুকে ওভারহেড ট্যাংকের ওপর উঠলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের অনুমান, তিনি সম্ভবত অন্য কোনো পথ দিয়ে কিংবা সীমানা টপকে প্ল্যান্টে প্রবেশ করে থাকতে পারেন।
এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনো কারণে এই মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। গোটা ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ডুকলি এলাকায় বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতকারী ইউনিট ও ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্টিনে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক পরিদর্শন অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: ডুকলি এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের নেতৃত্বে বিভিন্ন খাদ্য প্রতিষ্ঠান ও খাদ্য পরিবেশন কেন্দ্রে গত ২৪ আগস্ট বিশেষ পরিদর্শন অভিযান পরিচালনা করা হয়। খাদ্যপণ্যের গুণমান, স্বাস্থ্যবিধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা যাচাই করাই ছিল এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। পরিদর্শনকালে একটি বিস্কুট তৈরীর ইউনিটে প্রি-লাইসেন্স পরিদর্শন করা হয়। নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী পরিদর্শনে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। লাইসেন্স প্রদানের আগে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দুটি মিড-ডে মিল (এমডিএম) বিদ্যালয়ের রান্নাঘরে আকস্মিক পরিদর্শন করা হয়। এর মধ্যে একটি রান্নাঘরের রান্নার স্থান সন্তোষজনক অবস্থায় পাওয়া যায়নি। এফএসএসএআই-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। একটি বেকারি ইউনিটেও আকস্মিক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ইমপ্রুভমেন্ট নোটিশ জারি করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।
অন্যদিকে, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্টিনে আকস্মিক পরিদর্শনকালে একাধিক খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। সেখানে ৭২টি মেয়াদোত্তীর্ণ দই, ২৪০ প্যাকেট মেয়াদোত্তীর্ণ পাপড় এবং অন্যান্য মেয়াদোত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্য চিহ্নিত করে ধ্বংস করা হয়। পাশাপাশি খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এফআইএফও এবং এফইএফও পদ্ধতি (এই পদ্ধতি দুটি মূলত খাবারের অপচয় রোধ করতে এবং পচা বা মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার পরিবেশন থেকে বিরত থাকা) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছিল না। এই বিষয়টি সংশোধনের জন্য ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং ইমপ্রুভমেন্ট নোটিশ জারি করা হবে। পরিদর্শন অভিযানের সময় বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংগৃহীত নমুনাগুলি পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হবে।
জনসাধারণের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে খাদ্য নিরাপত্তা আইন এবং এফএসএসএআই-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী নিয়মিত পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গ্রাহকের কাঁধে অতিরিক্ত

● **প্রথম পাতার পর** প্রতি মাসে ১৫ টাকা ফিক্সড চার্জ ছিল, তা বর্তমানে বেড়ে ৭০ টাকা হয়েছে। একইভাবে অন্য একটি ক্ষেত্রে ৭০ টাকা থেকে চার্জ বেড়ে ১২৫ টাকা করা হয়েছে, দাবি করেন তিনি।
একইসাথে ফিক্সড চার্জ নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কোনও বাড়িতে কতগুলি ফ্যান, আলো বা এসি রয়েছে এবং সেগুলির মোট 'কানেক্টেড লোড' কত, তার ভিত্তিতে চার্জ নির্ধারণ করা হচ্ছে। অথচ মিটারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের 'ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড' নির্ধারণ করা সম্ভব। পুরনো মিটার হোক বা স্মার্ট মিটার, সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য মিটার থেকেই পাওয়া যায় বলে সাফ জানান তিনি।
তাঁর মতে, প্রকৃত ব্যবহারের পরিবর্তে কানেক্টেড লোডের ভিত্তিতে ফিক্সড চার্জ ধার্য করা হলে গ্রাহকদের উপর অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে। বিষয়টি প্রযুক্তিগত দিক থেকেও পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে তিনি দাবি করেন। এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিলে যুক্ত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় সমন্বয়(এফপিপিসিএ) চার্জ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রতি ইউনিটে অতিরিক্ত প্রায় ৭৪ পয়সা করে এই ধরনের চার্জ কেন গ্রাহকদের দিতে হবে, তা নিয়ে তিনি সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চান।
এছাড়া বিদ্যুৎ বিলে 'ডিউটি চার্জ' আরোপের বিষয়টিও বিধানসভায় তুলে ধরেন সুদীপবাবু। তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে নেওয়া এই চার্জের একটি অংশ সরকারও পেয়ে থাকে। ফলে সাধারণ গ্রাহকদের উপর এই অতিরিক্ত বোঝা কেন চাপানো হচ্ছে এবং ডিউটি চার্জ মকুব বা কমানোর কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না, সে বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরের মন্ত্রীর কাছে তিনি স্পষ্ট জবাব দাবি করেন।
তাঁর সাফ কথা, বিদ্যুৎ বিলের কাঠামো ও বিভিন্ন চার্জের বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা জরুরি। একই সঙ্গে অযৌক্তিক বা অতিরিক্ত চার্জের বোঝা থেকে গ্রাহকদের রেহাই দিতে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সেতুর দাবিতে জাতীয় পতাকা

● **প্রথম পাতার পর** এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত না করা পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না। প্রয়োজনে অনির্দিষ্টকাল ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।
দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ না হওয়া এবং সেতুর জন্য বরাদ্দ কাজ অন্যত্র স্থানান্তরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ছামনু এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী।

এখনও যোগাযোগহীন ২৮৮

● **প্রথম পাতার পর** ৩২ জন সম্রাট ট্রাভেলসের মাধ্যমে রসুয়া জেলার তিমুরে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি রিচা ট্যুরসের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য থেকে যাওয়া ৬১ জন এবং কেরলের ৩৩ জনও এখনও যোগাযোগের বাইরে রয়েছেন।
জয়সওয়াল জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা পর্যন্ত নেপালে মোট ২১ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ২১ জনই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। ভারতীয় দূতাবাস ও রাষ্ট্রদূত তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁদের কাঠমান্ডুতে নিয়ে আসার পর দ্রুত দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি।
চিনের তিব্বত অঞ্চলে উৎপন্ন ভয়াবহ বন্যার জল সীমান্ত পেরিয়ে ভোতে কোশি নদীতে নেমে নেপালে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। নেপালি কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা ২৭০ ছাড়িয়েছে এবং এখনও ৮০০-র বেশি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে কৈলাস মানসসরোবর যাত্রায় গিয়ে বেশ কিছু ভারতীয় নাগরিক চিনের অংশে আটকে রয়েছেন। তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার ও দেশে ফেরাতে বেজিংয়ে ভারতীয় দূতাবাস স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে জানান জয়সওয়াল।
তিনি জানান, প্রায় ২০০ জন ভারতীয় চিনে আটকে থেকে দেশে ফেরার জন্য ভারতের সহায়তা চেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯৫ জন দারচেনে রয়েছেন এবং নেপালে প্রবেশের জন্য হিলসার দিকে এগোচ্ছেন। আরও চারজন গুইলিন শহরে, ৩০ জন জুতুলপুকে রয়েছেন এবং সাগা শহরের দিকে এগোচ্ছেন। আরও ৬০-৭০ জন সাগার দিকে রওনা হয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁদের উদ্ধার ও সরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।
জয়সওয়াল আরও জানান, ইশা ফাউন্ডেশনের একটি বড় দলের সদস্য-সহ ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিছু ব্যক্তি, বিদেশি নাগরিক এবং সম্ভবত কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকও চিনের অংশে যোগাযোগহীন রয়েছেন। পরিস্থিতি এখনও পরিবর্তনশীল হওয়ায় বর্তমানে দেওয়া পরিসংখ্যান প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এবং পরবর্তীতে আরও আপডেট দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

সরকার ভর্তুকি দেবে

● **প্রথম পাতার পর** মেইনটেন্যান্স এবং বিদ্যুৎ পরিকাঠামো নজরদারিতে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্যও ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মোবাইল সাবস্টেশন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, ৭৯ টিলা পাওয়ার স্টেশন থেকে রুখিয়া পর্যন্ত নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ চলছে, যার প্রায় ৭৫ শতাংশ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, গণ্ডাছড়ায় নতুন টাওয়ার লাইন স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে আগে এই ধরনের পরিকাঠামো ছিল না।
জনজতি অধ্যুষিত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্প্রসারণের বিষয়টিও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি জানান, আগে বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন থাকা ১১, ৬৯২টি রিয়াং পরিবারের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা-র আওতায় রাজ্যে প্রায় ১৭, ৪০০টি নিবন্ধন হয়েছে। এর মধ্যে ৪,৫৪০টি সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১৫.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে বলে জানান তিনি।
মন্ত্রী আরও জানান, প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১.৫ লক্ষ পরিবারকে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে। রাজ্যে প্রায় চার লক্ষ পরিবার ৫০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রসঙ্গে রতন লাল নাথ বলেন, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়ায় রাজ্যের সামগ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদনেও তার প্রভাব পড়েছে।
বিদ্যুতের শুল্ক বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন , বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০১০ সালে বিদ্যুতের শুল্ক ৬২ শতাংশ এবং তাদের শেষ আট বছরে মোট ১১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এর বিপরীতে বর্তমান সরকার আট বছরে প্রায় ৪০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধি করেছে বলে তিনি দাবি করেন।
তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বিদ্যুতের শুল্ক নির্ধারণ করে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পর্যালোচনা করার পর কমিশনই শুল্ক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম।
মন্ত্রী জানান, সর্বশেষ শুল্ক বৃদ্ধির পর রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত হস্তক্ষেপ করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং অতিরিক্ত শুল্কের সম্পূর্ণ বোঝা ভর্তুকির মাধ্যমে বহনের সিদ্ধান্ত নেন। যেসব গ্রাহক ইতিমধ্যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছেন, পরবর্তী বিদ্যুৎ বিলে সেই অতিরিক্ত অর্থ সমন্বয় করে দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।
স্মার্ট মিটার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন রাজ্যে স্মার্ট মিটার স্থাপনের কাজ চলছে। হিমাচল প্রদেশে প্রায় ৪৩ শতাংশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে প্রায় ৭৩ শতাংশ গ্রাহক স্মার্ট মিটারের আওতায় এসেছেন। ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে প্রায় চার লক্ষ গ্রাহকের বাড়িতে স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
রতন লাল নাথের দাবি, ত্রিপুরায় ২০১৫ সালেই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে স্মার্ট মিটার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। প্রায় ৮০ কোটি টাকার স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত একটি কাজের অর্ডারে আর্থিক অনিয়মের বিষয়ও ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগ এর নজরে এসেছিল বলে তিনি অভিযোগ করেন।
বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা, বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নত করা এবং গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাই সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে উত্তপ্ত বিধানসভা অধিবেশন মজা নিলেন তিপরা মথা ও

● **প্রথম পাতার পর** ধরেছিলেন, যারা মানবতার জন্য কাজ করেছেন এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।
ফিদেল কাস্ত্রো প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, তাঁকে দেশপ্রেম, প্রতিরোধ এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে দেখা যেতে পারে। নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চিকিৎসক ডা. তারকনাথ কোতনিসের উদাহরণও তুলে ধরেন।
জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর ভাবনার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে যুক্ত করে দেখতে হবে। তাঁর মতে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সংকীর্ণ বা বর্জনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত নয়। অনুষ্ঠানে কিউবার পতাকা প্রদর্শন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অন্য একটি দেশের পতাকা প্রদর্শন নিয়ে কেন আপত্তি তোলা হচ্ছে, সে প্রশ্ন করেন বিরোধী দলনেতা।
জিতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন, বিধানসভার জিরো আওয়ারে বাইরের একটি অনুষ্ঠানের বিষয় তোলার বদলে সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল।
বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই এই রাজনৈতিক সংঘাত ত্রিপুরা বিধানসভায় নতুন বিতর্কের সূচনা করেছে। জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিক সংহতি এবং রাজনৈতিক প্রতীকের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে অধিবেশনের শুরুতেই মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে শাসক ও বিরোধী শিবির।

অনুমান নয়, প্রমাণের ভিত্তিতেই

● **প্রথম পাতার পর** রুমটি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, তাই পুলিশ সদর দপ্তরের মিস্ত্রি (কার্পেন্টার) এবং অন্যান্য আধিকারিকদের ডেকে পাঠানো হয়। এরপর দেখা যায় যে ওয়াশরুমের দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার পর তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সমস্ত নিয়ম মেনে তাঁকে দ্রুত জিবি পন্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দুপুর ১২:৪৮ ঘটিকায় চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রকৃত কারণ ও পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে তদন্ত শুরু করা হয়।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দুর্ভাগ্যজনক। এরকম একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের এভাবে মৃত্যু সকলের জন্যই অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ঘটনার পরপরই পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর (ইউডি) মামলা রুজু করা হয়। এসপি (ওয়েস্ট) এই তদন্তের নেতৃত্বে ছিলেন। এর পাশাপাশি ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং পশ্চিম আগরতলা পুলিশকেও এই তদন্তে যুক্ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে আইজিপি (আইন ও শৃঙ্খলা) সম্পূর্ণ তদন্ত প্রক্রিয়াটি পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করছেন। আমরা প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যও নিয়েছি। রাজ্য ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে, এছাড়া বিভিন্ন আলামত বা জিনিসপত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃত্যুর কারণ হিসেবে ফাঁস লেগে আত্মহত্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
ডাঃ সাহা বলেন, আমরা আরও উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের জন্য সমস্ত প্রমাণ রাজ্যের বাইরেও পাঠিয়েছি। ব্যাঙ্ক লেনদেন এবং বিভিন্ন নথিপত্র সংক্রান্ত প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঘটনা। তাই কোনো অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং সমস্ত তথ্য, প্রমাণ, ফরেনসিক রিপোর্ট, ইলেকট্রনিক সাক্ষ্য এবং অন্যান্য নথি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই ঘটনার প্রকৃত কারণ ও পরিস্থিতি নির্ধারণ করা হবে। আমি আমার গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। এই ঘটনার প্রতিটি দিক নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হবে এবং সত্য উদঘাটনের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতি শুনে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, তদন্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার আগেই ময়না তদন্তের রিপোর্ট সহ যাবতীয় তথ্য জানানো যায় কি। তাঁর বক্তব্যের মাঝেই অধ্যক্ষ এদিনের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন।

রাজ্য সরকার আট বছরে

● **প্রথম পাতার পর** প্রতিটি দপ্তরের কাজে পর্যাপ্ত নজর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন সুদীপ রায় বর্মন। বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা বিধানসভায় সরকারের আমলে শিক্ষক নিয়োগের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্যে আরও শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত ঘাটতি পূরণের বিষয়েও সরকারের উদ্যোগের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলা হয়েছে এবং যেসব বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি ওয়াল, পানীয় জল, বিদ্যুৎ কিংবা ব্ল্যাকবোর্ডের মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে, সেগুলির তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
তবে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও সুদীপ রায় বর্মনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস বিধায়ক। বিষয়টি নিয়ে বিধানসভায় দু'জনের মধ্যে কিছুটা বাকবিতণ্ডার পরিস্থিতিও তৈরি হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, শিক্ষক সংকট দূরীকরণ এবং বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত ঘাটতি পূরণ এই তিনটি বিষয়কে ঘিরেই এদিন বিধানসভায় সরগরম হয়ে ওঠে আলোচনা। রাজ্য সরকার ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ৪, ৮৭৯ জন স্নাতক ও অস্নাতক শিক্ষক নিয়োগ করেছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা বিভিন্ন স্কুল থেকে ২,৬৮৪ জন শিক্ষককে টিটিএএডিসি প্রশাসন পরিচালিত স্কুলগুলিতে ডেপুটেশনে পাঠিয়েছে। যাতে এডিসি এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার যাতে ব্যাঘাত না ঘটে। আজ বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধে জনস্বার্থে আনীত নোটিশের উপর স্বল্পকালীন আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। রাজ্যে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা বিষয়ে নোটিশটি উত্থাপন করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকারের অধীন ১,৪১৩ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার এবং ১,৪৭১ জন গ্র্যাজুয়েট টিচার নিয়োগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১৪৫ জন স্পেশাল এডুকেটর, ১১৭ জন স্কুল লাইব্রেরিয়ান এবং ১০৫ জন ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার নিয়োগ করা হয়েছে। এলিমেন্টারি এবং সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীন যে সমস্ত শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে সেগুলি পূরণের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রি-প্রাইমারি টিচারের ৩৫২টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং সিলেকশন টেস্ট শেষ হওয়ার পর বর্তমানে নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে।
টেট ১-এর মাধ্যমে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভের অ্যাসিস্টেন্ট টিচার (প্রাইমারি) /আন্ডার গ্র্যাজুয়েট টিচার। কেবিটি পদে ১,০৩৬টি শূন্যপদ পূরণের জন্য টিচার রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (টিআরবিটি)-তে রিকিউজিশন পাঠানো হয়েছে। একইভাবে টেট ২-এর মাধ্যমে ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস এইটের ছাত্রছাত্রীদের জন্য গ্র্যাজুয়েট টিচার। অ্যাসিস্টেন্ট টিচার পদে ১,০২০ জন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে টিআরবিটির কাছে রিকিউজিশন পাঠানো হয়েছে। এছাড়া গ্র্যাজুয়েট টিচার (এসটিজিটি)-এর জন্য ৭০০ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য শিক্ষক নিয়োগ শুধু একটি চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া নয়, একজন শিক্ষক নিয়োগের অর্থ একটি শ্রেণিকক্ষকে শক্তিশালী করা, একটি শিশুর ভবিষ্যৎকে আলোকিত করা এবং আগামীদিনের ত্রিপুরাকে আরও শক্তিশালী করা। এই বিশ্বাস নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও কাজ করবে। রাজ্যের প্রতিটি শিশুর কাছে মানসম্মত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই বর্তমান রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র।

তিন বছরে রাজ্যে ১০০৮ হেক্টরের বেশি বনভূমি অবৈধ দখলে, বিধানসভায় তথ্য

● **প্রথম পাতার পর** অবৈধ চাষাবাদ ও দখল রুখতে ৩৭টি মামলা দায়ের, ২৮টি উচ্ছেদ নোটিশ এবং ৫টি কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩টি অপরাধ প্রতিবেদন দাখিল এবং উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে ২ হেক্টর বনভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
খোয়াই বন জেলায় ৩৩২টি কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ৭৮টির শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণ বন জেলায় ২১৬টি উচ্ছেদ নোটিশ ও ২১৬টি কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গোমতী বন জেলায় ৫টি মামলা, ২১০টি উচ্ছেদ নোটিশ এবং ২১০টি কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গোমতী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যেও ৩৪টি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে।
বনভূমিতে নতুন করে দখল রোধ ও বনাঞ্চলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিয়মিত টহল এবং নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বনদপ্তর। বন সুরক্ষায় এফপিইউ -কে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় যানবাহন, কম্পিউটার, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের পাশাপাশি নিয়মিত পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মোবাইলের নেশায় ম্লান

● **প্রথম পাতার পর** গেলেও এ বছর সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। বিশেষ করে স্কুলপড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে রাখি কেনার আগ্রহ কমেছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে মোবাইল ফোনের প্রতি শিশু-কিশোরদের অতিরিক্ত আসক্তিকে দায়ী করছেন তারা।
এক ব্যবসায়ী জানান, অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিভিন্ন ধরনের রাখি নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছেন। কিন্তু বিক্রি আশানুরূপ হচ্ছে না। আগে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাওয়ার পথে রাখি কিনত। এবার তাদের অনেকেই মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় রাখি কেনার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তবে কিছু অভিভাবক এসে রাখি কিনছেন। তাঁর দোকানে প্রায় ২০০ ধরনের রাখি রয়েছে এবং দামও গতবারের তুলনায় বাড়ানো হয়নি। ১০ টাকার রাখি ১০ টাকা এবং ২০ টাকার রাখি ২০ টাকাতেই বিক্রি হচ্ছে বলে জানান তিনি।
অন্য এক ব্যবসায়ীও একই অভিযোগ তুলে বলেন, অনেক আশা নিয়ে বিপুল পরিমাণ রাখি তুললেও এবার বেচাকেনা অত্যন্ত খারাপ। স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখেই রাখি নিয়ে বসেছিলেন তারা। কিন্তু মোবাইলের যুগে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে রাখির প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ায় ব্যবসায় বড় ধাক্কা লেগেছে।
তাঁর কথায়, কিছু অভিভাবক টুকটাক রাখি কিনতে এলেও সামগ্রিকভাবে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কম। রাখির দামও সীমিত রাখা হয়েছে, তবুও বিক্রি বাড়ছে না। ফলে উৎসবের মরশুমে ব্যবসা নিয়ে হতাশায় রয়েছেন রাখি বিক্রেতারা।
রাখি পূর্ণিমাকে ঘিরে শহরের বাজারে উৎসবের আমেজ থাকলেও ব্যবসায়ীদের বক্তব্যে স্পষ্ট, গত বছরের তুলনায় এবার রাখির বাজারে সেই চেনা উচ্ছ্বাস ও বেচাকেনার জোয়ার অনেকটাই অনুপস্থিত।

জনগণনার তথ্য সংগ্রহে

● **প্রথম পাতার পর** না, এই ধরনের তথ্য উল্লেখ না করার জন্য গণনাকারীদের ওপর চাপ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, কিছু গণনাকারী মাঠ পর্যায়ে নিজেদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্য নথিভুক্ত করার পর তাঁদের সেই তথ্যের কিছু অংশ পরিবর্তন বা বাদ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।
জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, জনগণনার ক্ষেত্রে ছোটখাটো তথ্যের পরিবর্তনও ভবিষ্যতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ, জনগণনার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ, সরকারি কর্মসূচি তৈরি এবং সম্পদের অগ্রাধিকার ঠিক করা হয়। কোনও জেলা বা ব্লকের বাস্তব পরিস্থিতির তুলনায় কৃত্রিমভাবে উন্নত চিত্র তুলে ধরা হলে ভবিষ্যতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশঙ্কা থাকবে।
তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, তাঁর অভিযোগ গোটা প্রশাসন বা জনগণনা দফতরের কার্যক্রম নিয়ে নয়। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনের একটি অংশের আধিকারিক নিজেদের এলাকা সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে ভালো চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, এবং সেই নির্দিষ্ট বিষয়েই তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান।
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জিতেন্দ্র চৌধুরীর আবেদন, অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে গণনাকারীদের কাজে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হোক। তাঁর মতে, জনগণনার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গণনাকারীদের স্বাধীনভাবে এবং কোনও চাপ ছাড়াই কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় চলমান জনগণনা প্রক্রিয়া যেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক ও পরিকাঠামোগত পরিস্থিতির সঠিক প্রতিফলন ঘটে, তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

বিধানসভায় জাতীয় পতাকা

● **প্রথম পাতার পর** দেখানোর সময় জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং বিজেপি বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বির্তক সৃষ্টি করেছেন। উল্টো জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে সমালোচিত হয়েছেন। অবশ্য ভুল বুঝতে পেরে কিছুক্ষণের মধ্যে শুধরেও নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে সঠিকভাবে পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। ট্রেজারী বেঞ্চের দুই গুরুতর সদস্যের ক্ষণিকের এই ভুল লুফে নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন বিরোধীরা।
এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরব হন। ভিডিও বার্তায় তিনি ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম)-এর রাজনৈতিক প্রচারের সমালোচনা করেন এবং বিষয়টি নিয়ে বিরোধীদের অবস্থানের নিন্দা জানান।
অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের দাবি, জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অসতর্কতাকেই হালকাভাবে দেখা উচিত নয়। ঘটনাটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আলোচনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে দিনের বিধানসভা কার্যক্রমের বাইরে আরও এক দফা রাজনৈতিক তরজা সামনে এসেছে।

পর্যটক আগমনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

● **প্রথম পাতার পর** পর্যটন দপ্তরের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজ্যে মোট ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৯৯ জন পর্যটক এসেছিলেন। এর মধ্যে দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩২৮ এবং বিদেশি পর্যটক ছিলেন ৭৫ হাজার ৯৭১ জন।
২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পর্যটক আগমনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৭ হাজার ১৭৩ জন। এর মধ্যে দেশীয় পর্যটক ৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৭০৫ এবং বিদেশি পর্যটক ৭৯ হাজার ৪৬৮ জন।
অন্যদিকে, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে রাজ্যে মোট পর্যটক আগমনের সংখ্যা আরও বেড়ে ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৪১৪ জনে পৌঁছায়। এর মধ্যে দেশীয় পর্যটক ছিলেন ৭ লক্ষ ১০ হাজার ২৪৩ জন এবং বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার ১৭১ জন।
তবে পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা আগের অর্থ বছরের তুলনায় কমেছে।
এদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে মোট পর্যটক আগমনের বৃদ্ধির হার নিয়েও বিধানসভায় প্রশ্ন করা হয়। ৭ লক্ষ ৭ হাজার ১৭৩ জন থেকে বেড়ে ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৪১৪ জন হওয়ায় মোট পর্যটক আগমনের বৃদ্ধি প্রায় ৩.১৪ শতাংশ।

াঙ্গন

রাজ্যস্তরীয় স্কুল কাবাডি ও ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো ধলাই জেলা। পরাজিত করলো খোয়াই জেলাকে। রাজ্য স্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতায়। ধলাই জেলার হোকু তুইসা স্কুল মাঠে উদ্বোধন হয় আসরের।উদ্বোদনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেনোই জেলার সভাধিপতি সুস্মিতা দাস সহ অনেকেই। উদ্বোধনী ম্যাচে ধলাই জেলা ৫২-৩৮ পয়েন্টে পরাজিত করে খোয়াই জেলাকে। এদিকে ধর্মনগরের বি বি আই মাঠে শুরু হয় রাজ্য সকুল হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। তিন দিনব্যাপী চলবে আসর।

রাজ্য যোগা সংস্থার বার্ষিক সাধারন সভা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। বার্ষিক সাধারণ সভা ৩০ আগস্ট। রাজ্য যোগা সংস্থার। ঐদিন সকাল ১১ টায় জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন আই এম এ হাউসে হবে বার্ষিক সাধারণ সভা। উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডারলং, ক্রিড়া পরিষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, রাজ্য অলিম্পিক সংস্থার সচিব সুজিত রায়, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, দৈনিক সংবাদ ট্রাস্ট এর সভাপতি সঞ্জয় পাল, চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিক এবং ত্রিপুরা যোগা এসোসিয়েশনের সচিব দিব্যেন্দু দত্ত প্রমূখ। এ খবর জানিয়েছেন রাজ্য সংস্থার সচিব দিব্যেন্দু দত্ত। বার্ষিক সাধারণ সভায় রাজ্য সংস্থার সকল সদস্য সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য তিনি অনুরোধ করেছেন।

বিজয় কুমার স্কুল দলকে হারিয়ে প্রথম জয় প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। পরাজয়ের হ্যাটট্রিক করল বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে পরাজিত হলো প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত স্কুল বালিকাদের ক্রিকেটে। তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির জয়লাভ করে ১০ উইকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয় গুটিয়ে যায় মাত্র ২৭ রানে। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ২৩ রান না পেতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৫ রানের গণ্ডি পার হতো না। দলের ৭জন ব্যাটসম্যান কোনও রান করতে পারেনি। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের পক্ষে সাক্ষী ভর্মা শূন্য রানে এবং অস্মিতা রায় ৬ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। দলের পক্ষে অস্মিতা রায় ৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির দুই ম্যাচ খেলে প্রথম জয় পেলো

স্কুল ক্রিকেটে জয় অব্যাহত আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল আসাম রাইফেল পাবলিক স্কুল। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে আপাতত শীর্ষে রাজু লামার আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল। বৃহস্পতিবার লো স্কোরিং ম্যাচে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল ৯ উইকেটে পরাজিত করে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত স্কুল বালিকাদের ক্রিকেটে। আমতলী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৫ রানে গুটিয়ে যায় ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ৫ রান। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল এর পক্ষে দেবশ্রীতা চৌধুরী ১ রানে, দিয়া সরকার ২ রানে এবং অন্তরা মুহুরী ৫ রানে দুটি করে ক্রিকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে মহেশ্বতা দাস ৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়। ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির তিন ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচে জয় পেয়েছে।

সদর আন্তঃ গার্লস ক্রিকেটে জয়ের হ্যাটট্রিক বরদোয়ালি স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা,২৭ আগস্ট।। জয়ের হ্যাটট্রিক করলো বরদোয়ালি স্কুল। টানা তিন ম্যাচে জয়লাভ করে লিগ টেবিল এর শীর্ষে বরদোয়ালী স্কুল। বৃহস্পতিবার নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে বড়দোয়ালি স্কুল ৮ উইকেটে পরাজিত করে হলিক্রস স্কুলকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত স্কুল বালিকাদের ক্রিকেটে।এদিন নীপকো অনুষ্ঠিত ম্যাচে হলিক্রস স্কুল টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৬৮ রান করে। দলের পক্ষে নেহা মজুমদার ৩৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩১ রান করে। এছাড়া দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। বরদোয়ালি স্কুলের পক্ষে অনুভা পাল ৮ রানে ৩টি এবং তনুশ্রী দাস ৭ রানে ২টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে বরদোয়ালি স্কুল ৪৪ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অস্মিতা দেবনাথ ১৮ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং সায়ন্তিকা নমো ২৩ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করে। হলিক্রস স্কুল তিন ম্যাচ খেলে দুটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছে।

রাখাল মেমোরিয়াল ফাইনালে বিশৃঙ্খলা কড়া পদক্ষেপে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। গত ২৫ আগস্ট, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের বহুল প্রতীক্ষিত ফাইনাল ম্যাচে ঘিরে সৃষ্টি হলো চরম অনভিপ্রেত পরিস্থিতি।এগিয়ে চলো সংঘ এবং কল্যাণ সমিতির মধ্যে আয়োজিত এই হাইভোল্টেজ খেলায় চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ম্যাচ চলাকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে আজ, বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও টুর্নামেন্ট কমিটির পদাধিকারীরা এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে বেশ কিছু কঠোর ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ফাইনাল ম্যাচের প্রথমার্ধের ৪৫ মিনিটের মাথায় কল্যাণ সমিতির খেলোয়াড় এমডি কহিত (জার্সি নম্বর ৩)-কে দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ড দেখান অন-ফিল্ড রেফারি। নিয়মানুযায়ী তাঁকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া মাত্রই পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। অভিযোগ, লাল কার্ডের সিদ্ধান্তের পরপরই কল্যাণ সমিতির ম্যানেজার, কোচ, সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় ও ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা মাঠে চরম উশৃঙ্খলা প্রদর্শন করেন এবং রেফারিকে ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকেন। এতে বাধ্য হয়ে রেফারি ম্যাচ স্থগিত রাখেন। পরিস্থিতি এখানেই থামেনি; কিছুক্ষণ পর কল্যাণ সমিতির সম্পাদকসহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সশরীরে মাঠে প্রবেশ করে উস্কানি দিতে শুরু করেন। ফলে রেফারি মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন এবং ম্যাচ পরিচালনায় অপারগতা প্রকাশ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও ম্যাচ পরিচালকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে রেফারি পরিবর্তন করে পুনরায় খেলা শুরু করেন, যা পরবর্তীতে দুই ক্লাবই মেনে নেয় এবং ম্যাচ শেষে পুরস্কার গ্রহণ করে।

টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণপদ সরকার সাক্ষরিত এই স্পষ্টীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মাঠের নিরাপত্তা ও ক্রীড়াসুলভ আচরণ বজায় রাখতে একাধিক শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অনভিপ্রেত আচরণের কারণে কল্যাণ সমিতির ম্যানেজারকে কেন আগামী দুই ম্যাচের জন্য বহিষ্কার করা হবে নাতা জানতে চেয়ে কৈফিয়ত তলব (শো-কজ) করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্লাবের কোচকেও কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। মাঠে অনধিকার প্রবেশ ও উস্কানিমূলক আচরণের জন্য কল্যাণ সমিতির সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীদের চরম ভর্ৎসনা করেছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। অদূর ভবিষ্যতে যেন কোনো কর্মকর্তা বা বহিরাগত মাঠে প্রবেশ না করেন, সে বিষয়ে কল্যাণ সমিতিকে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

সিনিয়র রাজ্য এলিট ক্রিকেটে বিশালগড়কে হারিয়ে সদর চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য এলিট গ্রুপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে সদর মহকুমা দল। নরসিংগড় স্থিত টিআইটি মাঠে আজ সকালে শুরু হওয়া শিরোপা নির্ধারণী এই ম্যাচে সদর দল ৪ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করে শক্তিশালী বিশালগড় দলকে। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড় নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সাহিল সুলতান ৮৯ বল খেলে ৫৩ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন (২টি চার ও ১টি ছক্কা)। এছাড়া সদরের পক্ষে বোলিংয়ে বিক্রম দেবনাথ একাই ১০ ওভার বল করে ৪৩ রান খরচ করে শিকার করেন গুরুত্বপূর্ণ ৩টি উইকেট। পাশাপাশি রাকেশ রুদ্র পাল ২২ রানে ২টি এবং অর্কজিৎ রায় ৩৮ রানে নেন ২টি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর মহকুমা দল ৪১.৩ ওভারেই ৬ উইকেটের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ১৮৪ রান তুলে নিয়ে জয়ের লক্ষ্য পৌঁছে যায় এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। রান তাড়ার পথে সদরের নিরুপম সেন ৮১ বলে ৪৩ রান (১টি চার ও ১টি ছক্কা) এবং বিশাল ঘোষ মাত্র ৩৫ বলে ঝড়ো গতিতে ৪১ রান (৪টি চার ও ১টি ছক্কা) করে দলের জয়ে বড় অবদান রাখেন। বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ফাইনাল ম্যাচের ''প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ''-এর খেতাব অর্জন করেন সদরের সফল বোলার বিক্রম দেবনাথ।

পানশালায় মারামারি! পেসারকে দল থেকে ছেঁটেই ফেলল ইংল্যান্ড, তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে কড়া শাস্তির বার্তা

পানশালায় মারামারির অভিযোগে সাম্প্রতিক কালে একের পর এক ক্রিকেটার অভিযুক্ত হচ্ছেন। সেই তালিকায় নতুন নাম ব্রাইডন কার্স। রবিবারই তাঁর মারামারির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে তাঁকে বাদই দিয়ে দিল ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। নতুন ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া হয়েছে। শনিবার রাতে ডার্বির একটি পানশালার বাইরে হাতকড়া পরা অবস্থায় কার্সকে দেখা যায়। পরে মারামারির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সোমবার ইংল্যান্ড বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ক্রিকেট রেগুলেটর' নামে এক সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শনিবার রাতে ডার্বির ওই ঘটনা নিয়ে তদন্ত করার।

ইসিবি জানিয়েছে, যে হেতু বিষয়টি তদন্তাধীন এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনও মেলেনি, তাই দ্বিতীয় টেস্ট থেকে কার্সকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে সনি বেকারকে। উল্লেখ্য, 'ক্রিকেট রেগুলেটর' একটি স্বাধীন সংস্থা। কেউ ইসিবি-র নিয়ম ভাঙলে তারা স্বাধীন ভাবে তদন্ত করে। দোষী প্রমাণিত হলে কড়া শাস্তি দেওয়া হতে পারে।

অধিনায়ক হওয়ার পর জো রুট ক্রিকেটারদের উপর জারি করা 'নাইট কার্ফু' তুলে দিয়েছিলেন। তার পরেই প্রকাশ্যে এসেছে এই ঘটনা। ফলে আরও এক বার প্রশ্ন উঠেছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের আচরণ নিয়ে। বিশেষ করে ক্রিকেটারদের মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান এবং বিশৃঙ্খল আচরণ বার বার প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে পানশালায় মারামারি করেন কার্স। সমাজমাধ্যমে বেশ কিছু ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, পুলিশ কার্সকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও জানা যায়, পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কাউন্টি প্রতিযোগিতায় ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে ডারহামের জয় উদ্‌যাপন করতে ওই পানশালায় গিয়েছিলেন কার্স। সঙ্গে স্টোকস ছাড়াও ছিলেন ম্যাট পটস। সেখানেই এই ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের দলে নেওয়া হয়েছিল কার্সকে। সেই দল থেকে বাদ পড়লেন তিনি।

এর আগে লর্ডসে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে পানশালায় হাতাহাতিতে জড়িয়েছিসেন বেন স্টোকস ও গাস অ্যাটকিনসন। তার পরেই হঠাৎ অবসর নেন স্টোকস। অনেকে বলেন, এই ঘটনার জন্যই তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে। স্টোকসের পদত্যাগের পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক করে রুটকে। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, দেশের হয়ে খেলতে গেলে এই ধরনের ঘটনা ঘটালে হবে না। ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে হবে। তার পরেও কার্সের ঘটনা প্রমাণ করে দিল, ইংল্যান্ডের ক্রিকেট একই জায়গায় রয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন বিতর্ক! একই রাজ্যে তিনটি রঞ্জি দলের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ শুরু ২৫০ তরুণ ক্রিকেটারের

নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে। উত্তরপ্রদেশে তিনটি রঞ্জি দলের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেছেন তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটারেরা। তাঁদের দাবি, এত বড় রাজ্যে একটি দল থাকলে হবে না।

জানা গিয়েছে, রবিবার লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার দফতরের সামনে হাজির হন প্রায় ২৫০ তরুণ ক্রিকেটার। সঙ্গে ছিলেন তাঁদের বাবা-মা। সেখানে গিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন। তাঁদের দাবি, উত্তরপ্রদেশ এত বড় রাজ্য। সেখানে প্রতি বছর এত ক্রিকেটার উঠে আসেন। কিন্তু তাঁদের একটিই রঞ্জি দল। ফলে বহু ভাল ক্রিকেটার রাজ্য দলে সুযোগ পান না। তাই অন্তত তিনটি রঞ্জি দল করতে হবে। তা হলে আরও বেশি ক্রিকেটার সুযোগ পাবেন। বিক্ষোভকারীরা মূলত মধ্য উত্তরপ্রদেশ ও পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটার। তাঁদের দাবি, তিনটি আলাদা আলাদা ক্রিকেট সংস্থা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সংস্থার অধীনে আলাদা দল থাকবে।

এই বিক্ষোভের পর উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেটারদের সংস্থার সভাপতি অরবিন্দ সিংহ সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একের বেশি রঞ্জি দলের পক্ষে কথা বলেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি। এত জনসংখ্যার রাজ্যে একের বেশি রঞ্জি দল থাকা উচিত বলে তিনিও মনে করেন।অরবিন্দ জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ টি২০ লিগে পূর্বাঞ্চল ও মধ্য উত্তরপ্রদেশের ক্রিকেটারদের দিকে কম নজর দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতায় খেলা ১৫০ ক্রিকেটারের মধ্যে মাত্র ১৬ জন এই দুই অঞ্চলের। ৮৯ জন ক্রিকেটার পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ও আট জন দিল্লির। এই ছবি থেকে প্রমাণিত, সব অঞ্চলকে সমান সুযোগ দেওয়া হয় না।

অরবিন্দ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যদি তাঁদের দাবি মানা না হয়, তা হলে সেপ্টেম্বর মাসে তরুণ ক্রিকেটারেরা আরও বড় আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। তাঁদের একটাই লক্ষ্য। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে উঠে আসা ক্রিকেটারেরা যাতে রাজ্য দলে সমান সুযোগ পান। এই বিষয়ে অবশ্য উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা বা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কোনও মন্তব্য করেনি।

সিওও-কে বরখাস্ত করে হাঙ্গেরির সমর্থনও হারালেন সভাপতি

চিফ অপারেটিং অফিসার কেভিন ল্যামোরকে বরখাস্ত করার পর আরও সমর্থন হারালেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ফরাসি ফুটবল কর্তাকে তাড়ানোর প্রতিবাদে সুর চড়াল হাঙ্গেরি। ফিফার সহ-সভাপতি এবং ফিফা কাউন্সিল সদস্য স্যান্ডর সানি ফিফা সভাপতির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন। তিনি হাঙ্গেরির ফুটবল কর্তা।

ইনফান্তিনোর প্রস্তাব নিয়ে ল্যামোর মন্তব্য করেছিলেন, ''ফিফা সভাপতি কর্মীদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।'' সদস্য দেশগুলি প্রতিবাদ জানানোর আগে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন ল্যামোর। তিনি বলেছিলেন, ''এই প্রকল্পটা এক জন ব্যক্তির। এই প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। ফুটবল প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা নিজেদেরই প্রশ্ন করুন। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।'' পরোক্ষে ইনফান্তিনোকে সরানোর কথা বলেছিলেন তিনি। চাকরি হারানোর আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন ল্যামোর। তাঁর আশঙ্কাকে সত্যি করে ফিফা বরখাস্ত করেছে।

ফিফা একের পর শীর্ষস্তরের কর্তাদের বরখাস্ত করায় ইনফান্তিনোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নরওয়ের ফুটবল সংস্থার প্রধান লিস ক্লাভেনেস। এ বার সুর চড়াল হাঙ্গেরিও। ফিফার অন্য সহ-সভাপতি তথা সে দেশের ফুটবল কর্তা সানি মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, ''ল্যামোরের অপ্রত্যাশিত বরখাস্তই শেষ আঘাত। তিনি অত্যন্ত পেশাদার ভাবে নৈতিকতার উচ্চ মান বজায় রেখে কাজ করছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফিফায় অবদান রেখেছেন। অথচ একটি প্রস্তাবের সমালোচনা করায় তাঁকে বরখাস্ত করা হল। অথচ ফিফা সভাপতি নিজেই মেনে নিয়েছেন, প্রস্তাবটি ভুল ছিল! এই সিদ্ধান্ত পেশাগত বিচারবুদ্ধি, নৈতিক মান এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গুরুতর ঘাটতিকেই ইঙ্গিত করে।'' সানির বক্তব্য নিয়ে ফিফা কোনও মন্তব্য করেনি।

তীব্র সমালোচনার পর 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ' প্রকল্প বাতিল করতে বাধ্য হন ইনফান্তিনো। ইংল্যান্ড, ওয়েলস, নরওয়ের মতো দেশগুলি আগেই জানিয়েছিল ইনফান্তিনোকে আর ফিফা সভাপতি দলে তারা চায় না। সানি সরব হওয়ার অর্থ হাঙ্গেরিও আর ইনফান্তিনোকে সমর্থন করবে না।

এক বারই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হতে পারে এশিয়ান গেমসে!

এশিয়ান গেমসের সূচি আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল। এ বার জানা গেল ভারতীয় দল কবে, কোথায় খেলতে নামবে। বুধবার এশিয়ান গেমসের তরফে এই সূচি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। এশিয়ান গেমসে পুরুষ এবং মহিলা দুই বিভাগেই এক বারের বেশি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এশিয়ান গেমসের সূচি অনুযায়ী, মেয়েদের প্রতিযোগিতা আগে হবে। তার পরে শুরু পুরুষদের প্রতিযোগিতা। মেয়েদের ক্রিকেট শুরু ১৭ সেপ্টেম্বর। ভারত নামবে পরদিন, অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ জাপান। ভারত সেই ম্যাচ জিতলে কোয়ার্টার ফাইনাল হবে ২০ সেপ্টেম্বর। দুটি ম্যাচই শুরু সকাল ১০.৩০টা থেকে। ফাইনাল ২২ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০.৩০টা থেকে।

পুরুষ দল প্রথম ম্যাচ খেলবে যোগ্যতা অর্জনকারী দলের বিরুদ্ধে। ২৮ সেপ্টেম্বর সেই ম্যাচ শুরু সকাল ১০.৩০টা থেকে। সেই ম্যাচ জিতলে সেমিফাইনাল খেলবে ১ অক্টোবর, যা শুরু সকাল ১০.৩০টা থেকে। ফাইনাল ৩ অক্টোবর, সকাল ১০.৩০টা থেকে।

ছেলেদের বিভাগে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ রয়েছে বাছাই দল হিসেবে। তারা সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলবে। বাকি চারটি দল ঠিক হবে প্রাথমিক রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে তিনটি দেশের দু'টি গ্রুপ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দু'টি করে দল কোয়ার্টারে উঠবে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে আফগানিস্তান, জাপান এবং নেপাল। গ্রুপ বি-তে রয়েছে হংকং, চিন, মালয়েশিয়া এবং ওমান।

অর্থাৎ, মাত্র এক বারই ভারত এবং পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ থাকছে। ফাইনালে হতে পারে সেই ম্যাচ।

মহিলাদের বিভাগেও আটটি দলকেই বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। খেলা সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে শুরু হচ্ছে। ভারতের প্রতিপক্ষ জাপান। সেই ম্যাচের বিজয়ী সেমিফাইনালে খেলবে বাংলাদেশ-চিন ম্যাচের বিজয়ীর সঙ্গে। অপর দু'টি কোয়ার্টারে খেলবে শ্রীলঙ্কা-মালয়েশিয়া এবং পাকিস্তান-তাইল্যান্ড। মেয়েদের বিভাগেও ফাইনালের আগে ভারত-পাকিস্তান কোনও ভাবেই মুখোমুখি হবে না।

ব্রাজিলের আগেই ভারতে খেলতে আসছে পানামা

ব্রাজিলের আগেই বিশ্বকাপ খেলা আরও একটি দলের মুখোমুখি হবে ভারত। পানামার বিরুদ্ধে খেলবেন গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু, রাহুল বেকে, মহেশ সিংহেরা। পানামার ফুটবল সংস্থার সঙ্গে আগেই 'লেটার অফ ইন্টারেস্ট' বা ইচ্ছাপত্র সই হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ) ম্যাচের দিন ঘোষণা করে দিল।

৩ অক্টোবর যুবভারতীতে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল। তার আগে ২৬ সেপ্টেম্বর পানামার সঙ্গে ফিফা স্বীকৃত প্রীতি ম্যাচ। পাঁচ বারের বিশ্বজয়ীদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বিশ্বের ৪৪ নম্বর দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাবেন ভারতীয় ফুটবলারেরা। এই ম্যাচ কোথায় হবে তা, জানানো হয়নি। ভারত সফরের কথা পানামার ফুটবল সংস্থাও সরকারি ভাবে ঘোষণা করেছে সমাজমাধ্যমে।

এআইএফএফের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ বলেছেন, ''ব্রাজিল ম্যাচের আগে পানামার বিরুদ্ধে খেলাটাও কঠিন হবে। পানামা বিশ্বের সেরা ৫০টি দলের একটি। খালিদ জামিলের দলের জন্য কঠিন পরীক্ষা হতে চলেছে এই ম্যাচ। আমরা চাই আমাদের ফুটবলারেরা সঠিক অভিজ্ঞতা অর্জন করুক। সাধারণত আমরা এমন মানের দলগুলির সঙ্গে খেলার সুযোগ পাই না। তাই এই ফিফা উইন্ডোটা আমাদের জন্য বিশেষ। আমরা শক্তিশালী দলগুলির বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাচ্ছি।''

প্রথম বার পানামার সঙ্গে খেলবে ভারত। পানামা হবে দক্ষিণ আমেরিকার নবম দল, যাদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাচ্ছে ভারত। পানামা, ব্রাজিল ম্যাচের পর নিউ জিল্যান্ড সফরে যাবে ভারতীয় দল। ১২ এবং ১৫ নভেম্বর কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলা। অর্থাৎ দেড় মাসের মধ্যে গত বিশ্বকাপে খেলা তিনটি দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন সন্দেশ ঝিঙ্ঘানেরা।

নিন্দুকদের যোগ্য জবাব, 'গাধার খাটনি' খেটেই কামব্যাক গম্ভীরের 'প্রিয়পাত্র' প্রসিদ্ধর

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ছিলেন সমালোচকদের 'পছন্দের' ক্রিকেটার। কেন তাঁকে ক্রমাগত খেলিয়ে যাওয়া হচ্ছে? সেটা কি শুধুই কোচ গৌতম গম্ভীরের 'প্রিয়পাত্র' বলে? শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে সম্ভবত তার উত্তর দিয়ে দিলেন ভারতীয় পেসার। প্রথম টেস্টে ৩ উইকেট, দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসেই তিন উইকেট হয়ে গিয়েছে। আসলে সমালোচনা সত্ত্বেও ভারতীয় দল জানে, কীভাবে 'গাধার খাটনি' খেটে চলেছেন প্রসিদ্ধ। সেটাই তাঁর কামব্যাকের মূলমন্ত্র।আইপিএলের দুনিয়ায় বহু পরিচিত। সেই তুলনায় টিম ইন্ডিয়ায় অভিষেক হয়েছে একটু দেরিতে। ২০২৩-এ টেস্টে জায়গা পান। লম্বা, গতিশীল, পিচের বাউন্স কাজে লাগাতে পারেন। সম্ভবত সেই কারণেই গম্ভীরের এত পছন্দের। সামনের বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেখানে প্রসিদ্ধর গুণগুলো কাজে লাগবে। টেস্টেও ৯ ম্যাচে ৩১ উইকেট হয়ে গিয়েছে। শ্রীলঙ্কার স্পিন সহায়ক পিচেও উইকেট তুলেছেন। বিশেষ করে প্রথম টেস্টের শেষের দিকে যেভাবে একপ্রান্ত থেকে ধারাবাহিকভাবে চাপ তৈরি করে গিয়েছেন, তা প্রশংসাযোগ্য।সেই প্রশংসা করতে ভোলেননি ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। তিনি বলেন, "প্রসিদ্ধর মানসিকতার প্রশংসা করতে হয়। মিডিয়া ওর সমালোচনা করছে। ধারাভাষ্যকাররা ছেড়ে কথা বলছে না। ভারতের কোটি কোটি সমর্থককে খুশি করতে হবে। সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। তারপরও যেভাবে বল করছে, তা চমকে দেওয়ার মতো। কে কী বলছে, সেসব ভুলে ও খেলাটা উপভোগ করছে। আমরা জানি ওর ক্ষমতা কতটা। আমাদের কাজ হল প্রসিদ্ধকে আত্মবিশ্বাস দেওয়া। কাজটা কঠিন। কখনও কখনও শুধু গাধার খাটনি খেটে যেতে হয়। কিন্তু আমি মনে করি ও দারুণ বল করছে।"

তার নমুনা শ্রীলঙ্কার মাটিতে পাওয়া যাচ্ছে। স্কোরবোর্ডে উইকেট সংখ্যা দিয়ে সবসময় সেটা বিচারও করা যায় না। হার্ড লেংথে ধারাবাহিকভাবে বল করে কামিল মিশারাকে নাস্তানাবুদ করেছেন। আবার কখনও ব্যাক অফ দ্য লেংথে লাহিরু উদারাকে আউট করেছেন। অত্যন্ত শৃঙ্খলা দেখিয়েছেন। সেভাবেই ভারতকে ভরসা দিচ্ছেন প্রসিদ্ধ।

Page 3_5_7- JAGARAN11.pmd 1 28-08-2026, 01:35

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকদের প্রথম বৈঠকে অংশগ্রহণ করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আগরতলা রেলস্টেশনে ১০.৩৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: আগরতলা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ এক যুবককে গ্রেফতার করল আগরতলা জিআরপি। ধৃত যুবকের ট্রলি ব্যাগ থেকে মোট ১০.৩৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমানিক ২টা ৩০ মিনিট নাগাদ এসআই মঙ্গল দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলা রেলস্টেশন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে তল্লাশি চালান পুলিশকর্মীরা। তার সঙ্গে থাকা ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য গাঁজা।

পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া যুবকের নাম উমর ফারুক (২০)। তিনি সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন বেজিমারা এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে আগরতলা জিআরপি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় আগরতলা জিআরপি মামলা নম্বর ২০২৬/জিআরপি/০৬১, তারিখ ২৭/০৮/২০২৬-এর অধীনে এনডিপিএস অ্যাক্ট, ১৯৮৫-এর ২০(বি)(২)(বি)/২৯ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস এবং কোথায় তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। এই মাদক পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী পুলিশ।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় দিনমজুর ইউনিয়নের মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ আগস্ট: নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ এবং ছয় দফা দাবিতে মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা রাজ্য দিনমজুর ইউনিয়নের বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে সিপিআইএমের বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক নম্বর টিলায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে আয়োজিত হয় এক সভা। সভায় সংগঠনের নেতৃত্বরা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান এবং ছয় দফা দাবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই অষ্টম পে কমিশন গঠন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে: বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই অষ্টম পে কমিশন গঠন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সম্ভাব্য চেয়ারম্যান এবং সদস্য নিযুক্তির জন্য পর্যালোচনা চলছে, যাতে সঠিক ব্যক্তিরাই কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মেম্বার হিসাবে নিযুক্তি পান। আমরা আশা করছি পে-এনামলি সংক্রান্ত বিষয়গুলিও উক্ত কমিশনের পর্যালোচনায় আসবে এবং সেসব সমস্যা দূরীকরনে কমিশন সঠিক সুপারিশ করবে। আজ বিধানসভা অধিবেশনে উল্লেখ পর্বে আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় এ কথা বলেন। বিষয়টি আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীও আলোচনায় অংশ নেন। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারিদের জন্য সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে ত্রিপুরা এমপ্লয়ীজ (রিভিশন অফ পে এন্ড এলাওন্সেস), রুলস, ১৯৬৩ প্রণিত হয়। যা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণিত নীতির অনুরূপ। ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর সর্বপ্রথম বেতন কাঠামোর জন্য ত্রিপুরা গভর্মেন্ট সার্ভিসেস (রিভাইজড পে) রুলস, ১৯৭৫ প্রণয়ন করে। উক্ত নীতির দ্বিতীয় রিভিশন হয় ১৯৮২ সালে। রাজ্য সরকার ১৯৮৫ সালে তৃতীয় পে কমিশন গঠন করে এবং উক্ত বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিসেস (রিভাইজড পে) রুলস ১৯৮৮ প্রণয়ন করে, যা ১ জানুয়ারী ১৯৮৬ থেকে কার্যকর হয়। রাজ্য সরকার ১৯৯৬ সালে রাজ্যে চতুর্থ বেতন কমিশন গঠন করে এবং উক্ত বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিসেস (রিভাইজড পে) রুলস ১৯৯৯ প্রণয়ন করে এবং যা ১৯৯৬ সাল থেকে কার্যকরি হয়। ২০০৮ সালে রাজ্য সরকার একটি পে রিভিশন কমিটি গঠন করে এবং উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিসেস (রিভাইজড পে) রুলস, ২০০৯ প্রণয়ন করে যা ১ জানুয়ারী ২০০৬ থেকে কার্যকরি হয়। রাজ্য সরকার ২০১৭ সালে পে এন্ড পেনশন রিভিশন কমিটি গঠন করে এবং উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিসেস (রিভাইজড পে) রুলস, ২০১৭ প্রণয়ন করে, যা ১ এপ্রিল ২০১৭ থেকে কার্যকরি হয়। ২০১৮ সালে আমাদের সরকার আসার পরে আমরা বেতন ও পেনশন রিভিশনের জন্য একটি এক্সপার্ট কমিটি গঠন করি, উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিসেস (১ এমেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৮ প্রণিত হয়, যা ১ অক্টোবর ২০১৮ থেকে কার্যকর হয়। এক্সপার্ট কমিটি যে রিপোর্টটি দিয়েছিল তাতে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.২৫ থেকে ২.৫৭ এ বর্ধিত হয় এবং সমস্ত কর্মচারি ও পেনশনারদের মূল বেতন ও মূল পেনশন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এতে আগে ডিএ দিতে যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন হতো এখন সমপরিমাণ ডিএ দিতে এর থেকে অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার গত ৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জাস্টিস রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের জন্য অষ্টম পে কমিশন গঠন করেছে। দুই-একটি রাজ্য ব্যতীত অধিকাংশ রাজ্য এখনো নতুন করে বেতন কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়নি।

মনুশ্রীর পাশে সকল বিধায়ককে এগিয়ে আসার আহ্বান সুদীপ রায় বর্মণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: মনুশ্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা করার জন্য রাজ্যের সকল বিধায়ককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। একইসঙ্গে মনুশ্রীর বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার হস্তক্ষেপও কামনা করেছেন তিনি।

সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, মনুশ্রীর বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে একা ফেলে না রেখে সকলের সম্মিলিতভাবে পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের সংকটের সময় পাশে দাঁড়ানো এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা সকলের দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, বিষয়টি কোনও দল বা রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যে না দেখে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা উচিত। তাই রাজ্যের সমস্ত বিধায়কের কাছে তিনি আন্তরিকভাবে মনুশ্রীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার আবেদন জানান।

এদিকে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে মনুশ্রীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহারও হস্তক্ষেপ চেয়েছেন সুদীপ রায় বর্মণ। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বিএসএফ জওয়ান ও পুলিশকর্মীদের রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা জানাল মহিলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলা আখাউড়া চেকপোস্টে বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন থানাতেও রাখি বন্ধন কর্মসূচি পালন করেন মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী ও কর্মীরা।

আখাউড়া চেকপোস্টে আয়োজিত কর্মসূচিতে মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী ও সদস্যরা সীমান্তরক্ষী বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এদিন মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিএসএফ জওয়ানরা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠার কারণেই দেশের মানুষ নিরাপদে রয়েছেন।

মহিলা কংগ্রেসের নেত্রীদের বক্তব্য, বিএসএফ জওয়ানদের অনেকেই পরিবার-পরিজন ও বোনদের থেকে দূরে থেকে দায়িত্ব পালন করেন। তাই রাখি বন্ধনের মতো পবিত্র দিনে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে পারিবারিক বন্ধনের অনুভূতি দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন থানাতেও রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী ও কর্মীরা থানায় গিয়ে পুলিশকর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে তাঁদের কর্তব্য ও পরিষেবার জন্য শুভেচ্ছা জানান। মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা এবং ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। মহিলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বলেন, রাখি বন্ধন শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, এটি ভালোবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্যের পরিবেশ গড়ে তুলতে সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা। রাজ্যের বিভিন্ন থানায় আয়োজিত এই কর্মসূচিকে ঘিরে মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। পুলিশকর্মীরাও মহিলা কংগ্রেসের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

চুরি যাওয়া স্বর্ণের চেইন ও দুটি বাইসাইকেল উদ্ধার আটক চোর

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: স্বর্ণের চেইন ও দুটি বাইসাইকেল চুরির পৃথক ঘটনায় দ্রুত তদন্ত চালিয়ে এক অভিযুক্তকে আটক করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। অভিযানের মাধ্যমে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

পূর্ব আগরতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার, সম্প্রতি এক পরিবারে নতুন এক গৃহপরিচারিকাকে কাজে রাখা হয়। অভিযোগকারীর দাবি, বাড়িতে কাজ করার সময় তিন বছরের শিশুর হাতে থাকা একটি স্বর্ণের চেইন ওই গৃহপরিচারিকা নিয়ে রাখেন। পরে রাতে চেইনটি খুঁজে না পাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

পরিবারের অন্য এক গৃহকর্মীর কাছ থেকে ঘটনার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার পর সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, ওই গৃহপরিচারিকা শিশুটির হাতে থাকা চেইনটি দেখে সেটি কার তা জানতে চেয়েছিলেন। এরপর শিশুটিকে খাওয়ানোর জন্য নিচে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই চেইনটির আর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পরিবারের পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে চেইনটি ফেরত দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চেইন ফেরত না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত পূর্ব আগরতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই দ্রুত তদন্তে নামে পুলিশ। থানার আধিকারিকদের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া স্বর্ণের চেইনটি উদ্ধার করা হয় এবং অভিযুক্তকে আটক করা হয়। পাশাপাশি দুটি চুরি যাওয়া বাইসাইকেলও উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

অভিযোগকারীর দাবি, উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের চেইনটির বাজারমূল্য প্রায় ৫.৫ লক্ষ টাকা। পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত করে চেইন উদ্ধার করায় পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার ঘটনাটির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। চুরি সংক্রান্ত ঘটনায় পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

উন্নয়নের দাবি বনাম দেবকুমার পাড়ার বাস্তব চিত্র, ক্ষোভে গ্রামবাসী

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের নানা দাবি ও প্রচারের মাঝেই কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত প্রত্যন্ত দেবকুমার পাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, আজও তাঁরা মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা। কোয়াইফাং বাজার থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দেবকুমার পাড়া। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর মধ্যে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার পথ এখনও পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়। গ্রামে নেই পাকা রাস্তা, নেই পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল কিংবা কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই বলে দাবি তাঁদের।

সম্প্রতি এলাকার এক গর্ভবতী মহিলাকে চিকিৎসার জন্য অস্থায়ীভাবে তৈরি খাটিয়ায় করে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে ওই মহিলাকে এই দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ঘটনার ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গ্রামের এক যুবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দারা ন্যূনতম পরিষেবার দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার মতো মৌলিক সমস্যাগুলির এখনও স্থায়ী সমাধান হয়নি।

এলাকাবাসীর প্রশ্ন, উন্নয়নের এত দাবি ও প্রচারের পরও যদি প্রত্যন্ত এলাকার একজন গর্ভবতী মহিলাকে চিকিৎসার জন্য খাটিয়ায় করে কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়, তাহলে সেই উন্নয়নের সুফল কোথায় পৌঁছেছে? দেবকুমার পাড়ার বাসিন্দারা অবিলম্বে পাকা রাস্তা নির্মাণ, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু এবং স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগ না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছেন স্থানীয়রা।

আগরতলায় নতুন দুই জল শোধনাগার, ২০২৮ সালের মধ্যে প্রকল্প শেষের লক্ষ্য : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: আগরতলা শহরের পানীয় জলের সমস্যা ও জলের গুণমান নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই শহরে দুটি নতুন জল শোধনাগার তৈরির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে ত্রিপুরা সরকার। ইতিমধ্যে প্রকল্পগুলির কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় ও সুদীপ রায় বর্মনের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নেতাজি আদর্শ শিক্ষা মন্দিরে প্রতিদিন ৫৫০ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জল শোধনাগার তৈরি করা হবে। পাশাপাশি কলেজ টিলায় প্রতিদিন ৬৪১ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হবে। নেতাজি আদর্শ শিক্ষা মন্দিরের প্রকল্পটি ২০২৭ সালের জুলাই এবং কলেজ টিলার প্রকল্পটি ২০২৮ সালের জানুয়ারির মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগরতলা শহরে মোট ১,৪৪,৭৫২টি পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯২,৫৯০টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছেছে। অর্থাৎ শহরের ৬৪.৭৮ শতাংশ পরিবার বর্তমানে জল পরিষেবার আওতায় রয়েছে। সরকারের লক্ষ্য ১০০ শতাংশ পরিবারকে জল সংযোগের আওতায় আনা।

আগরতলা শহরে প্রতিদিন প্রায় ১০ কোটি লিটার জলের প্রয়োজন হয়। সরাসরি জল সংযোগ না থাকা পরিবারগুলির অনেকে রাস্তার ধারের হাইড্রান্ট এবং ব্যক্তিগত টিউবওয়েলের ওপর নির্ভর করেন।

বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের ঘাটতি নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেন। বহু বাসিন্দা পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিশোধিত পানীয় জল পাচ্ছেন না বলেও তিনি অভিযোগ করেন। পাশাপাশি নতুন প্রকল্পগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

জলের উৎস সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে আগরতলার মোট জল সরবরাহের প্রায় ২৫ শতাংশ আসে হাওড়া নদী থেকে। বাকি ৭৫ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জল থেকে সংগ্রহ করা হয়। তাঁর দাবি, ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের হার বর্তমানে ৬১.৩ শতাংশ, যা কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল পর্ষদের নির্ধারিত ৭০ শতাংশ সীমার নিচে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আগরতলায় বর্তমানে ১৩টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৩৬টি পরিবর্তিত আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট, ৬টি প্যাকেজ ধরনের আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট এবং ৭৭টি ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে। প্রতিদিন জল শোধনাগারের পরীক্ষাগারে জলের গুণমান পরীক্ষা করা হয়। প্রশিক্ষিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরাও ফিল্ড টেস্ট কিটের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল পরীক্ষা করেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের(এডিবি) সহায়তায় দুটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ১৭টি পরিবর্তিত আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট এবং একাধিক ডিপ টিউবওয়েল তৈরির প্রকল্পও চলছে বলে বিধানসভায় জানান মুখ্যমন্ত্রী। ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরতা কমাতে হাওড়া নদীর ওপর চেক ড্যাম, পিক-আপ উইয়ার ও মিনি ব্যারাজ তৈরির পরিকল্পনাও নিয়েছে সরকার। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে সারফেস ওয়াটারের ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে। জলের দূষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ভূগর্ভস্থ ও সারফেস ওয়াটারের শোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিষয়টি সরকার নজরে রেখেছে। আগরতলার পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও বিধানসভায় আশ্বাস দেন তিনি।

মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহারকারী থেকে উদ্ভাবক ও বাণিজ্যিক সমাধানের বিকাশকেন্দ্র হবে উত্তর-পূর্ব ভারত ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৭ আগস্ট : উত্তর-পূর্ব ভারত আগামী দিনে ভারতের মহাকাশ প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি বলেন, অঞ্চলটি শুধু মহাকাশভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহারকারী হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং প্রযুক্তির বিকাশকারী, পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র এবং উদ্ভাবনী মহাকাশভিত্তিক সমাধানের বাণিজ্যিক বাজার হিসেবেও উঠে আসবে।

বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির বশিষ্ঠ এলাকায় এফআরইএমএএ-তে "মহাকাশ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার: আঞ্চলিক রূপান্তর থেকে বৈশ্বিক বিস্তার" শীর্ষক উত্তর-পূর্ব ভারত মহাকাশ কর্মশালা ২০২৬-এ বক্তব্য রাখেন রাজ্যপাল। স্পেস ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া এবং নর্থ ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে কর্মশালাটি আয়োজিত হয়।

রাজ্যপাল বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের অনন্য ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও উন্নয়নগত প্রয়োজন মহাকাশ প্রযুক্তির মাধ্যমে জনপরিষেবা, যোগাযোগ, কৃষি, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং সুসায়ী উন্নয়নে বিপুল সুযোগ তৈরি করেছে।

তিনি উল্লেখ করেন, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম ডিজিটাল ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট অ্যাটলাস চালু করেছে। ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার এই উদ্যোগে প্রযুক্তিগত ও জ্ঞানগত সহযোগিতা দিয়েছে। ভূস্থানিক ও মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহার বনাধিকার আইন বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে বলেও বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসআইএ- ইন্ডিয়ার সভাপতি ড: সুব্বা রাও। আসাম সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব পল্লব কুমার ঝা এবং ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব ডঃ শ্রীনিবাস রাও।

জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মশালায় সরকারি আধিকারিক, নীতিনির্ধারক, শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ, স্টার্টআপ ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে মতবিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে আগরতলার তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে আজ এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। খেলো ইন্ডিয়ার মাধ্যমে দেশের খেলোয়াড় ও ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনে। পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পর্যটন পরিকাঠামোয় ৪০০ কোটির বেশি বিনিয়োগ, বিধানসভায় জানাল সরকার

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: ত্রিপুরায় গত তিন বছরে ১২টি ছোট ও মাঝারি পর্যটনকেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্পে ৮৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমানে রাজ্যের পাঁচটি বড় পর্যটন পরিকাঠামো প্রকল্পে ৪০০ কোটিরও বেশি টাকা বিনিয়োগ করে কাজ চলছে। তবে এডিসি এলাকায় পর্যটন পরিকাঠামো সম্প্রসারণে অর্থের সংস্থান, বন দপ্তরের ছাড়পত্র এবং জমির প্রাপ্যতা এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন এবং তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

মন্ত্রী জানান, গত তিন বছরে সম্পন্ন হওয়া ১২টি ছোট ও মাঝারি পর্যটন প্রকল্পের মোট ব্যয় ৮৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। বর্তমানে যে পাঁচটি বড় প্রকল্পের কাজ চলছে, তার মধ্যে উনকোটিতে ৭২ কোটি টাকার রিসর্ট, ছবিমুড়ায় ৬০ কোটি টাকার পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প এবং জিরানিয়ায় ১০৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প রয়েছে। এছাড়া স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের আওতায় মাতাবাড়িতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার একটি পর্যটন প্রকল্পের কাজ চলছে।

পর্যটনমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে সম্পন্ন হওয়া পর্যটনকেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রায় চারটি এডিসি এলাকার মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে কমলপুরের সুরমা ছড়া পর্যটনকেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্প, শান্তিরবাজার মহকুমার আবাহং ছড়া এবং গন্ডাছড়ার নারিকেল কুঞ্জে ওয়েসাইড অ্যামেনিটিজ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

এডিসি এলাকায় আরও বেশি পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানিয়ে রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, জনজাতি এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এর জবাবে মন্ত্রী জানান, পর্যটন দপ্তরের অধিকাংশ বড় প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও সংস্থার অর্থের ওপর নির্ভরশীল। স্বদেশ দর্শন, ডোনার এবং নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও সংস্থার মাধ্যমে এই অর্থ পাওয়া যায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বড় পর্যটন প্রকল্পের জন্য পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দের সুযোগ সীমিত বলেও জানান তিনি। এদিন পর্যটনমন্ত্রী বন ছাড়পত্রের সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার ভৌগোলিক এলাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ফলে অনেক পর্যটন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে বন দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন ছবিমুড়ার সংলগ্ন বিশাল জলাশয়টিকে পর্যটন সার্কিটের আওতায় আনার দাবি জানান। তাঁর মতে, জলাশয়টির পরিকল্পিত উন্নয়ন হলে পর্যটকদের আকর্ষণ করার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও উপকৃত হবেন।

রঞ্জিত দেববর্মা পর্যটন পরিকাঠামোর জন্য বন দপ্তরের ল্যান্ড ব্যাংক ব্যবহারের পাশাপাশি এডিসির আরও সক্রিয় অংশগ্রহণের দাবি জানান। জবাবে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, ল্যান্ড ব্যাংক ব্যবহারের বিষয়ে বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হবে এবং ভবিষ্যতে এর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas